ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 July 2021 ■ আগরতলা ৩০ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ১৩ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৃণমূলের আবির্ভাবে রাজ্যে কংগ্রেস নিশ্চিহ্নের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজ্যে তৃণমূলের আবির্ভাবে কংগ্রেস কার্যত নিশ্চিহ্নের পথে এগিয়ে চলেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে বলে মনে হচ্ছে, প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিত সিনহা দলবদল করার চিন্তাভাবনায় রয়েছেন। কারণ, ঢাকি সুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস থেকে এক ঝাঁক নেতা আজ তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। অবশ্য সুবল ভৌমিকের নেতৃত্বে ওই কার্য সম্ভব হয়েছে। তৃণমূলের জন্য অবশ্য ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।

এদিন সন্ধ্যায় তিনি দাবি করেন, বিজেপিকে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আনতে ১০০ শতাংশ চেষ্টা করেছি। এখন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় সরকার গঠন সম্ভব হবে, ১০০ শতাংশ নিশ্চিত আমি। তবে, সুবল ভৌমিকের রাজনৈতিক জীবনী অতিরঞ্জিত, অন্তত ত্রিপুরাবাসী তা ভালই জানেন। এদিকে, আগামী দুই অগাস্ট তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ত্রিপুরায় আসছেন। ওইদিন ত্রিপুরায় বড়সড় চমক অপেক্ষা করছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কারণ, এনএসইউআই-র একটা বড় অংশ তৃণমূলে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

এক সময়ে সুবল ভৌমিক কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। ২০১৩ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে প্রগতিশীল গ্রামীণ কংগ্রেস নামে নতুন দল গঠন করেন। এরপর তিনি ওই দল বিলোপ করে তৃণমূলে মিশে যান। তৃণমূলেও বেশি দিন ঘর করেননি তিনি। সেখান থেকে সদলবলে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে সহ-সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে পছন্দসই আসনে প্রার্থী হতে না পেরে গোসা করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না স্থির করেন। পরে অবশ্য, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপে তিনি সোনামুড়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। তাই, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহুর্তে বিজেপি ছেড়ে তিনি পুণরায় কংগ্রেসে ফিরে যান। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে তিনি প্রার্থী হন। কিন্তু, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। লোকসভা নির্বাচনেও তিনি পরাজিত হন।

তারপর থেকে অনেকটা সময় পর্দার আড়ালে ছিলেন তিনি। মনে হয়েছিল, রাজনীতি থেকে সন্যাস নিয়েছেন। কিন্তু, গতকাল তৃণমূলের নেতৃবৃন্দের সাথে গোপন বৈঠক সেরে আজ সোজা দলেই যোগ দিলেন তিনি। সাথে কংগ্রেস থেকে একঝাঁক নেতা-নেত্রীকেও নিয়ে গিয়েছেন। প্রাক্তন কাউন্সিলর পান্না দে, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, কংগ্রেস নেতা ইদ্রিস মিঞা সহ আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সুবল বাবু তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। সূত্রের খবর, এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাসও তৃনমুলে যোগ দেবেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় একটি হোটেলে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

এদিন সুবল বাবু দাবি করেন, বিজেপিকে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এনে ভুল করেছি। সেই ভুল সংশোধনে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছি। তিনি জোর গলায় বলেন, মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ২০২৩ সালে ত্রিপুরায় তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এদিকে, আজ সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। তিনি আই-প্যাকের সদস্যদের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মক্কেলদের কোন ক্ষতি হতে দেবেন না বলে তিনি জোর গলায় দাবি করেছেন।

রাজ্যে কংগ্রেস কার্যত বাবা ও ছেলের সম্পত্তি হয়ে দাড়িয়েছে। ফলে, অনেকেই কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাছাড়া কংগ্রেস হাই কমান্ড ত্রিপুরা কোন সময়েই আগ্রহী ছিলেন না। আজও তার ব্যতিক্রমী কিছু ঘটেনি। ফলে, গত বিধানসভা নির্বাচনের পর এডিসি নির্বাচনে ঝুলি শূন্য রয়ে গেছে কংগ্রেসের। ২০২৩-র বিধানসভা নির্বাচনেও একই পরিনতি হবে তা এখনই আন্দাজ করা যাচ্ছে।

এদিকে, ডারেক-ও-ব্রায়েন আগামীকাল দিল্লি ফিরে যাবেন। কিন্তু, ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার ত্রিপুরায় রয়ে যাবেন। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ত্রিপুরায় আসা পর্যন্ত তাঁরা রাজ্যেই ঘাটি গেড়ে বসেছেন।

তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের রাজ্য সফরকে ঘিরে এলাহী নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফরমাইস এসেছে ত্রিপুরা সরকারের কাছে। তিনি জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। আগামী শনিবার ৩১ জুলাই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা দেবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। করোনার প্রকোপে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়ায় এবার থাকবে না কোন মেধা তালিকা। এমনকি, ফলাফল ঘোষণা হলেও ওইদিনই ছাত্রছাত্রীরা মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট পাবে না। আজ পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা এই সংবাদ দিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, এখনই উচ্চ মাধ্যমিকের ৫৬ জনের ফলাফল ঘোষণা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ তারা একটি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। করোনা পরিস্থিতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অতিথি দেব ভবঃ এই দর্শনেই বিশ্বাস করেন ত্রিপুরাবাসী, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। অতিথি দেব ভবঃ ত্রিপুরাবাসী বিশ্বাস করে এই দর্শনে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সে-বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি নন তিনি। তাঁর মতে, ত্রিপুরা তিনদিকে সীমান্ত ঘেরা পাহাড়ী রাজ্য। এই রাজ্যে উগ্রপন্থার দুর্বিসহ কালো অধ্যায়ের অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে মানুষের। তাঁর কথায়, কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে, তার প্রস্তুতিও চলছে। ফলে, আই-প্যাক ইস্যুতে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে তিনি মনে করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির বদলে উন্নয়নকেই প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে পুলিশ আই-প্যাকের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে।

ত্রিপুরায় আই-প্যাকের সদস্যদের পুলিশী হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এই ইস্যুতে প্রতিবাদী হয়ে তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রি ও সাংসদরা ত্রিপুরায় ছুটে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তৃণমূলের প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল, সেজন্যই কি এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ত্রিপুরায়। এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাফ কথা, আমার সাথে কি ঘটেছে বিষয়ে মনে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তেমনি, কোন কথা বলতেও চাইছি না। যা ঘটেছে তা আমি সরলতার সাথে গ্রহণ করেছি। কারণ, প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি তাঁকে বিনম্রভাবে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় সকলেই স্বাগত। কারণ, অতিথি দেব ভবঃ এই দর্শনে আমরা বিশ্বাস করি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, বাহবা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা পুলিশ নিজেদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছে। তাই, ত্রিপুরা সরকার কখনই পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের মনে রাখা উচিত সামনেই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে রাজ্য। এদিকে ত্রিপুরায় কোভিড বিধিনিষেধও লাগু রয়েছে। পাশাপাশি, ত্রিপুরা তিনদিকে সীমান্ত ঘেরা পাহাড়ী রাজ্য। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার দুর্বিসহ কালো অধ্যায়ের অতীত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তাই, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপে কোন অন্যায় হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। সাথে উদাহরণ টেনে এনে তিনি বলেন, কোন গ্রামে অপরিচিত মানুষের আগমন ঘটলে সকলেই জানার চেষ্টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আই-প্যাক সদস্যরা জামিন পেলেন আদালতে, প্রয়োজনীয়তা ছিল না বললেন অ্যাডভোকেট জেনারেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ত্রিপুরা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে আই-প্যাকের সদস্যদের। তাই, কোন ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানালেন তাঁরা। আদালতও তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। তবে, আগাম জামিনের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলে মনে করেন ত্রিপুরার অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে। তাঁর কথায়, জামিন যোগ্য ধারায় কোন মামলায় আগাম জামিনের কোন প্রয়োজনীয়তা পড়ে না। অহেতুক আই-প্যাকের সদস্যরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

আজ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে শুনানি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী পিযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, অযথা হয়রানির উদ্দেশ্যে আই-প্যাকের সদস্যদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা নিয়েছে। তাঁরা কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট দেখিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। অথচ কোভিড বিধি উল্লঙ্ঘনের তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কোন কারণ ছাড়াই পুলিশ তাঁর মক্কেলদের হোটেলে নজরবন্দী করে রেখেছে। তাঁর প্রশ্ন, আই-প্যাকের ২৩ জন সদস্য দাগী অপরাধী নন। পুলিশের আচরণ বেআইনি এবং অগণতান্ত্রিক। তাই, আদালতে আগাম জামিনের

আবেদন জানানো হয়েছিল। আদালত সমস্ত বক্তব্য শুনে আবেদন মঞ্জুর করেছে।

তবে, এক্ষেত্রে সম্পুর্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন ত্রিপুরার অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে। তাঁর কথায়, জামিন যোগ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষা নীতির বর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়াল মোডে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে বৈঠক করেছেন।

বাংলাদেশী টাকা সহ আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ জুলাই।। সুভাষপার্কে বাংলাদেশী টাকা সহ এক যুবককে আটক করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে এক লক্ষ এক হাজার বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে। সুভাষপার্ক সবজি বাজারে বাংলাদেশী টাকা সহ এক যুবককে আটক করলো খোয়াই থানার পুলিশ।

পুলিশ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ খোয়াই সুভাষপার্কের সবজি বাজারে এক যুবককে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে এক লক্ষ একশ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করে। ধৃত যুবকের নাম রাহুল মিয়া (২৯)। বাড়ি খোয়াই শহরের সীমান্ত এলাকা উত্তর দুর্গানগরে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়। সে খোয়াইয়ের পুরান বাজার থেকে বাংলাদেশের টাকা নিয়ে সুভাষপার্কের দিকে যাচ্ছিল। যুবককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে প্রচুর কাঠ উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুলাই।। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে গাছ কেটে কাঠ পাচারের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর কর্মীরা বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে একটি মারুতি গাড়ি সহ প্রচুর পরিমাণ সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছে।

ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীন আঠারো মুড়া পাহাড়ের ৩৯ মাইল এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, একটি নম্বর বিহীন মারুতি গাড়ি আঠারো মুড়া পাহাড়ের ৩৯মাইল এলাকার গভীর বনাঞ্চলে প্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে। অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠ গাড়িতে লোডিং করার জন্য গিয়েছিল গাড়িটি। এই খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা বুধবার রাতে আঠারো মুড়া পাহাড়ের ঘন বনাঞ্চলের ৩৯মাইল এলাকায় অভিযান চালায়। এতেই আসে সাফল্য।

তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের বনকর্মীরা দেখতে পায় একটি নম্বরবিহীন মারুতি গাড়িতে ঘন বনাঞ্চলের মূল্যবান অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠ বোঝাই করছে। গাড়িতে থাকা চালক বনকর্মীরা আসার খবর পেয়ে গাড়িটি ফেলে চম্পট দেয়। পরে বনকর্মীরা গাড়িটিকে আটক করে তেলিয়ামুড়াস্থিত গামাই বাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ক্ষেত্র ঃ হাজারো প্রশ্নের সরল জবাব বিপ্র ঘোষ

আগরতলা, ২৯ জুলাই (হিঃ সঃ)।। সেবা-ই ধর্ম। হয়তো ত্রিপুরায় অনেকেই মনে করেন এই আদর্শ, নীতি, জ্ঞান কবেই গিলে খেয়ে ফেলেছেন চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীরা। তা-হলে আজ চিৎকার করে বলতেই হয়, আজও তাঁরা ভগবানের দূত হিসেবে প্রতি পদে মহীরুহ হয়ে আমাদের আগলে রেখেছেন। হয়তো এমনটা দৃঢ়তার সাথে বলার সুযোগ হতো না, যদি না-আমরা বিপ্র ঘোষের কাহিনি পরদার আড়ালে অথবা খামবন্দি হয়ে থেকে যেত। আজ ত্রিপুরার এক চিকিৎসকের চোখে বিপ্রের জীবনী তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

বিপ্র ঘোষ। বয়স মাত্র ১৪ বছর। ধর্মনগর থেকে যখন সে আগরতলার জিবি হাসপাতালে এলো, তখন প্রায় রাত নয়টা। তারিখ ছিল সেদিন ৬ জুলাই। গায়ে অল্প জ্বর। প্রায় প্রলাপ বকা একটা পাতলা ছেলে। শরীরের যে কোনও জায়গায় ব্যাথা। ঘাড়ে খুব যন্ত্রণা। ধরলেই কুঁকিয়ে ওঠে। মুখে খাবার তুলে না। একটু পর পর বমি

ভাব। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে সেই রাতের সবচেয়ে মুমূর্ষু রোগী বিপ্র-ই।

মেডিসিন আইসিইউতে বিছানা খালি নেই। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: নিতীশ দাস খোঁজখবর করেও একটা আইসিইউ বেড জোগাড় করতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে চিকিৎসকরা এনেস্থিশিয়া বিভাগের আইসিইউর দিকে তাকালেন। ভাগ্য সদয় ছিল। এই বিভাগের চিকিৎসকরা এগিয়ে এসে ধর্মনগরের বিপ্রকে কোলে তুলে নিলেন। দিনমজুর বিপুল ও গৃহবধূ লিপিকা ঘোষের ছেলে বিপ্র, টিউবারকুলার মেনেঞ্জাইটিস নামক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মানুষ মারার জন্য বিশেষজ্ঞ রোগ হিসেবে খ্যাতি অনেক। ন্যূনতম বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মস্তিষ্ক হয়ে যায় শ্লথ।

এই উপমহাদেশের আফ্রিকায় বেশি দেখা যায় এই রোগ। মূলত মাথায় টিবি রোগের জীবাণুর বাসা। সে কী যন্ত্রণা। হায় ভগবান! চলতে পারে না বিপ্র। মুখে খেতে পারে না। কথা বলতে পারে না। শুধু কাঁদে, মা মরা বাচ্চাদের মতো। এনেস্থিশিয়া বিভাগের চিকিৎসকরা অনেক যত্নে তাকে ধারণ করেছেন। মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকরা রোজ দেখেছেন রুটিন মেনে। নার্সিং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৮০ ▫ ৩০ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ১৩ শ্রাবণ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

জাতীয় শিক্ষানীতি

শিক্ষা যেকোনো দেশ ও জাতির অগ্রগমনের অন্যতম পথিকৃৎ। ছাত্র সমাজকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিবে দেশ ও সমাজের উন্নয়ন অতিদ্রুত ত্বরান্বিত ইহবে। বর্তমান সরকার বিগত বছর যে নয়া শিক্ষা নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করিতে বৃহস্পতিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে দেশবাসীর মতামত জানিবার জন্যই উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপের কথা বলিয়াছেন সেগুলো বাস্তবসম্মতও বটে।প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিন ঘোষণা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পাঁচটি ভাষায় পড়াশোনা করা যাইবে। প্রধানমন্ত্রী জানাইলেন, করোনা আবহে জাতীয় শিক্ষানীতি লাগু করা হইয়াছে। গত এক বছরে জাতীয় শিক্ষানীতির আবহে নতুন প্রকল্পের সূচনা হইয়াছে।

১৫ অগাস্ট স্বাধীনতার ৭৫ বছরে প্রবেশ করিবে দেশ।জাতীয় শিক্ষানীতির জন্য শুরু প্রকল্প নতুন ভারত নির্মাণে কাজ করিবে। এই শিক্ষানীতি অত্যন্ত আধুনিক। করোনাকালে অনলাইন এডুকেশন অনেক সহজ হইয়াছে। বহু ছাত্রছাত্রী এই নতুন পদ্ধতিতে পড়াশোনা করিয়াছে। ডিজিটাল পড়াশোনায় যুক্ত হইতেছে দেশের যুবক-যুবতীরা। ভারতের ভাগ্য বদলাইবে এই জাতীয় শিক্ষানীতি।

ভালো পড়াশোনার জন্য বিদেশ থেকে ভারতে আসিবে পড়ুয়ারা।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পাঁচটি ভাষায় পড়াশোনা করা যাইবে। ৮টি রাজ্যের ১৪টি কলেজে পাঁচটি ভাষায় পড়াশোনা করা যাইবে।মাতৃভাষায় পড়াশোনা করিলে পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়িবে।ইউজিসি, এআইসিটিই- র মতো উচ্চশিক্ষার নিয়ামক সংস্থা তুলিয়া দু একটিমাত্র নিয়ামক সংস্থা হইবে। স্নাতক স্তরের কোর্সের মেয়াদ হইবে ৪ বছর। পাঁচ বছর ইন্টিগ্রেটেড পদ্ধতিতেও স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর করা যাইবে।

নতুন শিক্ষানীতিতে তুলিয়া দেওয়া হইবে এম ফিল কোর্স।একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, কলা বিভাগের তফাৎ থাকিবে না। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।. প্রাক-প্রাথমিকে যোগ হইবে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণি, এরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণিকে রাখা হইয়াছে । প্রাথমিকে, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণী উচ্চ প্রাথমিক। স্কুল শিক্ষায় ত্রিভাষা নীতি চালু করিবার কথা বলা হইয়াছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এসব বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার কথা বলিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো অগ্রগতির পথে ধাবিত করিবে। শিক্ষার্থীর জন্য এ শিক্ষাব্যবস্থা আরো গ্রহণ শুরু হইয়া উঠিবে। নতুন শিক্ষা নীতির প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী যেসব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেসব বিষয়ে দেশের আপামর জনসাধারণ এবং ছাত্র সমাজকেও সহমত পোষণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই সেখানে বাস্তবসম্মত রূপ নিবে। সেই প্রচেষ্টায় চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশের জনগণ, ছাত্রসমাজ সহ শিক্ষানুরাগীদের এ বিষয়ে আগাইয়া আসিতে হইবে। কেননা সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই ধরনের এক মহৎ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে।

বারাসতে নকল ভোটার কার্ড তৈরির পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার ২বারাসতে নকল ভোটার কার্ড তৈরির পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার ২

বারাসত(উত্তর ২৪ পরগণা), ২৯ জুলাই (হি.স.) : নকল ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড তৈরির পর্দা ফাঁস হল এবার বারাসতে। বুধবার রাতে এই ঘটনায় থেকে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম সমরেশ দে। তাঁকে বারাসতের কাজিপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরেক জনের নাম শান্তনু মন্ডল। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বারাসত স্টেশন রোডে একটি কম্পিউটারের প্রিন্ট আউটের দোকানের সামনে থেকে। তিনিই সেই দোকানের মালিক।

বারাসত থানার পুলিশ এরপরই বারাসত স্টেশন রোডের ওই দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার করার পরই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে সমরেশ দে বাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিকদেরকে নকল ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড করিয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা টাকা নিত। এই কাজে সমরেশের সঙ্গী হলেন শান্তনু মন্ডল। তাঁর দোকান থেকেই যাবতীয় কাজ করা হত। সমরেশ তাঁর যাবতীয় কাজ শান্তনুর দোকান থেকেই করত। গ্রেফতার করার পরই অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিতে আবেদন করেছে বারাসত আদালতে। পেশ করছে বারাসাত থানার পুলিশ পুলিশ মনে করছে এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত আছে ইতিমধ্যে তাদের কাছ থেকে বেশকিছু নকল ভোটার কার্ড আধার কার্ড এবং স্টাম্প উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কৈলাশ কবিরাজ রোডে পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে আহত এক

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। মাঝেমধ্যেই আকাশ কালো করে নামছে বৃষ্টিপাত। একটানা বৃষ্টির জেরে ফের মহানগরীতে ভাঙল বাড়ির একাংশ। এদিন কৈলাশ কবিরাজ রোডে পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে আহত এক। বুধবার গভীর রাত থেকেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে শহরজুড়ে। রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। একটানা বৃষ্টিতে নাজেহাল শহরবাসী। কিন্তু সেই বৃষ্টির জেরেই যত বিপত্তি।

বিধি ভেঙে কালীঘাট মন্দিরে মন্ত্রীর পুজো, প্রতিবাদ বিজেপি-র

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : নির্দেশিকা ভেঙে কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো দেওয়ার প্রতিবাদ জানাল বিজেপি। মন্ত্রীর এই পুজো করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন তিনি। আর সেই পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূলের সাধারণ কর্মীরাই আইন মানেন না! সেখানে সুজিত মন্ত্রী হয়ে আইন মানবেন কেন? রাজ্য সরকারের তৈরি বিধি রাজ্যের মন্ত্রীই লঙ্ঘন করছেন। তৃণমূলের কাছে এটাই প্রত্যাশিত।'' সরকারি কড়াকড়ি শিথিল হওয়ার পরে দরজা খুললেও কয়েক সপ্তাহ ধরে বিকল রয়েছে মন্দিরের জীবাণুনাশক টানেল। মন্দিরের প্রবেশপথে দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে। এবার নির্দেশিকা অমান্য করে কী ভাবে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন মন্ত্রী, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। মন্দিরের সেবায়েত কাউন্সিলের সম্পাদক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ফেসবুকে মন্ত্রীর পুজো করার ছবির বিষয়ে মন্দির কমিটিকে জানিয়েছি। তা হলে তো মন্দিরের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করা হয়েছে বলতে হয়।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সংশোধনী

২৭ জুলাই জাগরণ এর দ্বিতীয় পাতায় "ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের মুখে তথাগত রায়" শীর্ষক প্রতিবেদনে "এত জঘন্য ভাবে হারের ক্ষতে মলম দিয়ে চলেছে বিজিপির ন্যাতারা, মলম দিতে থাকুন তাতে যদি ভক্তদের এট্টু উপশম হয়। নাহলে হয়তো দেখা যাবে অধিকারী ব্রাদার্স কোনদিন চপ্পলে সমর্পিত হয়েছে"। এই উক্তি তথাগত রায়ের উক্তি বলে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, এই উক্তি তথাগত রায়ের নয়। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কোনও নেটিজেনের একটি প্রতিক্রিয়া তথাগতবাবুর উক্তি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

— প্রতিবেদক
অশোক সেনগুপ্ত

বিদ্যাসাগরের ধর্ম

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিদ্যাসাগর বলতে আমাদের সবার কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি মনে গেঁথে আছে। এই নামের সঙ্গে জনমানসে যে কথাটা প্রথম আসে, তা হল দয়ার সাগর। কিন্তু আমরা কি কখনও গভীরভাবে ভেবেছি, বিদ্যাসাগর যে দান করতেন বা দয়া দেখাতেন, তা কি কেবল নাম, যশ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি পাওয়ার জন্য না। তাঁর মন এমন অনুকম্পাপ্রবণ ছিল যে, কারও বিপদ দেখলে তাকে সাহায্যে জন্য না এগিয়ে থাকতে পারতেন না। এমনকি অন্যের দুঃখ দেখে শিশুর মতো কেঁদে ফেলতেন। অন্যের দুঃখ বিপদে হৃদয়ে কতটা ব্যথা অনুভব করলে তবে এমন হয়। এ প্রসঙ্গে তার একটি কথা থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন, দারিদ্র, দুঃখ কয়জন দেখিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যাথা কয়জন বুঝিয়াছেন... যতদিন বীচি যথাসাধ্য পরের জন্য যা পারি করার চেষ্টা করব। কথাগুলো শুধু মুখে বলেননি। দেশের মানুষের সঙ্গে গভীর আত্মিক যোগ ছিল বলেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার এই চরিত্র অটুট ছিল মানুষের জন্য এই দরদবোধ থেকেই ত্ত বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ রোধের সাথে সাথে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কুসংস্কারগ্রস্থ সমাজে গোঁড়া পণ্ডিতদের বাস্তববোধ বিচক্ষণতা ও যুক্তিবাদী মনের আলো সমাজের কোণায় কোণায় জ্বেলে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। শুধু নারী শিক্ষা নয়, তার চিন্তা যে কত আধুনিক ছিল তার প্রভাব সার্বিক শিক্ষা প্রসারেও তা পড়েছিল। পাঠ্যসূচি কেমন হবে, সেই পরিকল্পনা তার নোটস অন সংস্কৃত কলেজ থেকে বোঝা যায় তিনি কতটা বাস্তব যুক্তিসম্মত শিক্ষাবিদ ছিলেন। কতগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত সাংখ্য পড়াতেই হয়...। এইগুলি যখন পড়াতেই হবে, তখন তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভালো ভালো ইংরেজি দর্শন শাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার। তাই তিনি জন স্ট্যার্ট মিলের লজিক পড়াতে চেয়েছেন কারণ মিলের লজিক জ্ঞান তত্বের ক্ষেত্রে ইম্পিটিসিজনের সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক বোধের মেলবন্ধন ঘটেছিল। পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মবাদী কারণ বেদান্ত ও সাংখ্যর মতো এটিও একই ধরনের বই, যা ইউরোপেও খাঁটি দর্শন হিসেবে আর বিবেচিত হয় না। শুধু তাই নয়, সেযুগের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাসবিদ গুইজ্যোটের বই লাইব্রেরিতে কেনার জন্য বেছেছিলেন।এই ধরনের শিক্ষা দিতে যিনি চান, তিনিই বলতে পারেন, ''শিক্ষা বলতে শুধু রিডিং, রাইটিং আর অ্যারিথমেটিক নয়, যথার্থ পূর্ণ শিক্ষা দাও। যে ক্ষার দ্বারা গড়তে চেয়েছেন যথার্থ মনুষ, গড়তে চেয়েছেন উন্নত সমাজ। কারণ তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায় মানুষের যে গোঁড়ামি দেখেছেন তার বিবরণ তিনি দিয়েছেন একথা বলতে আমি লঙাবোধ করছি যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি আরবের থেকে কোনও অংশেই কম নয়। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের শাস্ত্রগুলো গড়ে উঠেছে সর্বজ্ঞ ঋষিদের মধ্য থেকে এবং সেই জন্যই তা অভ্রান্ত হতে বাধ্য। যখন কোনও আলোচনা বা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে তখন তারা হাসে এবং উপহাস করে। ইদানীং ভারতবর্ষের এই অংশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম একটা অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে যে যখন তারা নতুন কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শোনে, যার আভাস হয়তো হয় এবং তাদের নিজেদের কুসংস্কারগ্রস্থ শাস্ত্রের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ দ্বিগুণ হয়ে যায় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আবদ্ধ প্রবিবেশ থেকে বেড়েও। বিশ্বাস যে গ্রাস করেনি তার এই বিচক্ষণতা থেকে পরিস্কার।

বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনাকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে, তাহার ধর্ম বিশ্বাস সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোনও পদ্ধতির অধীন ছিল না। সুসতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাহার নিত্য জীবনের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপরদিকে

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রের কথায় আরও পরিষ্কার হবে। ''অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতেই কাঙনিক দেবদেবতার প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। ধর্মের মূল সত্যের উপরেও যে তীর বিশ্বাস ছিল না, সে ব্যাপারে শম্ভুচন্দ্রের আরও এক কথায় বোঝা যায়। দুইজন ধর্মপ্রচারক... জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধর্মলইয়া বঙ্গদেশে বড় পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছে সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ের কিছু ঠিকানা নাই আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কথায় দাদা বললেন, ধর্ম যে কি তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার বোধহয় পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে তাবৎ, এ তর্ক থকিবে কস্মিনকালেও এই তর্কের মীমাংসা হইবে না। তিনি নাকি প্রায়ই বলতেন, আমার মা বলিতেন, যে দেবতা আমি নিজে হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার করিবে কেমন করে? বাশ, খড়, দড়ি মাটিতে ঠাকুর গড়েপুজো করে কি ধর্ম হয়? সে যুগে যার মা এমন কথা বলতে পারতেন, সেই মানুষের ধর্মবিশ্বাস থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাই তিনিই বলতে পেরেছিলেন, চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জুরা, মহামারিতে উজাড় হয়ে যাবে আর দেশের মানুষ চোখ বুজে ভগবান ভগবান করবে, এমন ভগবৎ প্রেম আমার নাই। আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বার বার ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়। ভগবান বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর মতে ঈশ্বরসাধনা ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার বস্তু হতে পারে, তা প্রচার বা বিতর্কের বিষয় নয়। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতে অনেক প্রশ্ন কৌশলে এড়িয়ে গেছেন তিনি। রামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতা শ্রীম বলে পরিচিত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একবার বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তাকে বলেছিলেন, তাকে তো জানবার জোর নেই। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়। চেষ্টা করে গেছেন যথার্থ মানুষ ও সমাজ গড়ার কাজে। এ ব্যাপারে তার আরও একটি উক্তি স্মরণ করলে বোঝা যায়। এদেশের উদ্ধার হইতে বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভালো হয়। নীচি আদর্শের প্রশ্নে তিনি জীবনে কখনও কি ঘরে কি বাইরে কোথাও বিন্দুমাত্র আপস করেননি। তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নই। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই করিব। লোকের ভয়ে বা টুকুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না। এই আপসহীনতায় প্রায় একা হয়ে গিয়েছিলেন। এই ব্যক্তিত্ব এমনকি ব্রিটিশ সরকারকেও কখনও তোয়াজ করে চলতেন না। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই মহত্ব দয়ারসাগর উপাধিতে শুধু তখন নয়, আজও চাপা পড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এক মূল্যবান কথা স্মরণ করলে পরিষ্কার হয়ে যায়, আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়েছ শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তার চরিত্রের যে মহত্তগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তার দয়া দাক্ষিণ্যের খ্যাতির ছারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানুষের বিকাশে ধমীয় সংস্কারের পথে রামমোহন এদেশে শুরু করলেন রেনেসী আন্দোলন। ঠিক এর ব্যক্তিগত জীবন ধর্মীয় ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যিনি দেখালেন ধর্মকে বাদ দিয়েও উন্নত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। সুকুমার সেনের লেখা থেকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মুল্যায়ন এক সম্পূমাত্রা পায়। মানব সংস্কৃতিবিবেচনায় বিদ্যাসাগরের জুড়ি নেই... তার মতন আধুনিক মানুষ আজ পর্যন্ত ... আপ-টু-ডেট রায়। অনেকে বলবেন, রামমোহনও পুরো অগ্রগণ্য। কিন্তু তা অনেক কারণে নয়। বিদ্যাসাগরই সর্বাগ্রগণ্য, এমনকি তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথের উপরে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তিনি সারা বিশ্বকে এক করে দেখতেন, তবু তিনি পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত ছিলেন না, ধর্ম ও সামাজিক মুক্তি ভাবনা এই দুইকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখতে পারেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর সবদিক থেকেই মুক্ত ছিলেন, তিনি সমাজ চেতনা এবং মানব প্রীতির স্বাধীন বিচারক ছিলেন। ধর্মকে কখনওই তিনি মানবতার একমাত্র মানদণ্ড বলে গ্রহণ করেননি। ধর্ম হল ব্যক্তিগত আর বিশ্বমানবতা সার্বভৌম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তার এই সর্বাত্মক মাহাত্য।' আজকের সংস্কৃতিগত সমাজমনন ধমীয়ি উগ্রতা ও কুপমণ্ডুকতার এক বিপদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বিদ্যাসাগরের মানবতার পথই আজ আলো দিতে পারে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

পৃথিবী ততটাও ছোট হয়ে যায়নি

নবকুমার বসু

পৃথিবীটা আগের থেকে অনেক ছোট হয়ে গেছে---ইদানীং এটা বেশ প্রচলিত কথা। আসলে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম সহজে এবং সুলভে হাতের মুঠোয় চলে আসার জন্যই এমন অনুভূতিঞ্জাত তুষ্টির কথা বলে মানুষ। মোবাইল, টেলিফোনের দৌলতে প্রায় আক্ষরিক অর্থেই তো পৃথিবা এখন হাতের মুঠোয়। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যোগাযোগ, কথা বলা, এমনকী, চাক্ষুষ দেখাদেখিরও কোনও বাধা নেই। ব্যাপারটা শারীরিক হতে গেলে নেহাত উড়ানের উপর নির্ভর করতে হয় বলেই সময়কে একটু গুরুত্ব দিতে হয়। আর কী ভাগ্যিস, সেই ব্যবধানটুকু একনও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়নি। তা নয়তো মোবাইল ফোনের অনুষঙ্গে যে 'ভাইরাস'-এর নাম শোনা যায়, করোনার জাতগোত্রও যদি তেমন হত? ফোনাফুনির মাধ্যমেই যদি ছড়িয়ে যেত ধরণীর পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে? তাহলে আর কিছু না, ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগেই বোধহয় উজাড় হয়ে যেত মানব সম্প্রদায়ের অনেক খানি। ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। করোনা ভাইরাস ছড়ানোর জন্য পৃথিবাকে অন্তত ততটা ছোচ করে দেননি এখনও। আমাদের চেনা হোক, কিংবা অ-চিন, ইউহান হোক বা হনলুলু, বন্য বাদুড় তথা পশুপাখির মাংসের বাজার কিংবা গোপন গবেষণাগার , যেখান থেকেই উদ্ভূত হোক, করোনাকে উড়ান ধরতে হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঢুকে (কিংবা চতুর পরিকল্পনামাফিক 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপন' হিসাবে ঢুকিয়ে দিয়ে। তাকে পারাপার করতে হয়েছে, ছড়াতে হয়েছে এ মহাদেশ থেকে ও মহাদেশে। ধরাশায়ী হওয়ার আগে আমরা কিছুটা সময় পেয়েছিলাম বইকি। মনে আছে এক বছর আগে যখন 'করোনা' নামটা জনপরিসরে সদ্য পরিচিতি হওয়ার জন্য নানা মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে (এবং আসল অদৃশ্য ভাইরাস অবশ্যই দেশ থেকে দেশান্তরে), আমরা তখন ঠাট্টা করেছি এই বলে যে, করোনা নিয়ে আমাদের কোনও চাপ নেই, কারণ আমরা ছোট থেকেই 'এটা করো-না, ওটা করোনা শুনিতে শুনতে অভ্যস্ত অথবা ইমিউনড হয়ে গিয়েছি। হায় রে কপাল, তখন যদি এই করোনা (ভাইরাস) আর তার ইমিউনিটি নিয়ে খানিকটা ধারণা থাকত, তাহলে পৃথিবীব্যাপী এই ২২ থেকে ২৩ লাখ (পরিসংখ্যানের সত্যতা যাচাইযোগ্য বলে লেখকের মত) মানুষের মৃতুরে অনেকটা ঠেকানো সম্ভব হত।

কিন্তু দোষ দেব কাকে? আমরা অনেক দিন থেকেই গাইছি; 'অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে.....'। পরের লাইনে যদিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে...' এই বাণীতে নিশ্চয়ই সাবধান করার ইহিগত ছিল না! তবে অনেচাকে চিনে নিতে গিয়ে আমাদের যে বারবার চিনে ছুটতে হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার মধ্যেই জীবন ভরে ওঠার বদলে কিছুটা খালি হয়ে গেল, সেটাও সত্যি। এখনও হচ্ছে। তাহলেও অচেনা-ভাইরাসকে বছরখানেকের মধ্যে আমরা অনেকটা চিনতে পেরেছি। ইতিমধ্যে করোনা নিয়ে কথার কচকচি কখনও ক্লান্তিকর হয়ে উঠলেওষ কিছু তথ্য নিজেদের স্বার্তেই আমাদের জানা দরকার।

ভাইরাস কী? সুক্ষ্মতম নিষ্ক্রিয় এমন বস্তু, যা পছন্দমতো সজীব কোষের সংস্পর্শে এলে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ধারাবাহিকভাবে সংক্রমণ এবং ধ্বংস করে যেতে থাকে। করোনা ভাইরাস তথা 'কোভিড ১৯' -এর কাছাকাছি চরিত্রের ভাইরাস ইতিপূর্বে আমাদের চেনা থাকলেও এই বিশেষ আক্রমণাত্মক-আচরণের জীবাণু আমাদের পরিচিতি ছিল না। ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা যখন তাকে চিহ্নিত করলেন, ততদিনে উড়ানে উড়ানে ছোট হয়ে যাওয়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বাতাসেই করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। চিন ছাড়া ইউরোপ আর আমেরিকা —দু'টি মহাদেশেই প্রবলভাবে মানুষ আক্রান্ত হতে শুরু করল। চিনের পরিসংখ্যান ধোঁয়াশায় আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র),ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, ব্রিটেন, মেক্সিকো, ইতালি ইত্যাদি।

বর্তমান লেখক ব্রিটেনপ্রবাসী। বিশেষ করে খেয়াল করলাম, 'কোভিড ১৯' -এ মৃত্যুসংখ্যা এদেশেই সব থেকে বেশি। দেশ হিসাবে মৃত্যুতালিকার পঞ্চমে নাম থাকলেও, রানির দেশের সাকুল্যে সাড়ে ছ'কোটি জনসংখ্যার অনুসারে ১ লক্ষ হাজার মানুষের মৃত্যু (৭ ফেব্রুয়ারি মাফিক), করোনায় মৃত্যু সর্বোচ্চ রেকর্ড। অন্য কয়েকটি দেশে মৃত্যুসংখ্যা আরও বেশি হলেও সেখানে জনসংখ্যাও অনেক বেশি। আমাদের দেশে (ভারতে) ১ লক্ষ ৫৫ হাজার মৃত্যু হলেও (সরকারি হিসাব যদিও) জনসংখ্যা ১৩০ কোটিরও বেশি, সুতরাং....। আমরা এখনও জানি না, আবহাওয়া কিংবা তাপমাত্রা, না কি মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি, না কি গাত্রবর্ণ কিংবা দেশের দূষণ অথবা দূষণহীনতা, কোনটি করোনা প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্তত বিলেতের মতো ছোট অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দেশে স্বাস্থ্য এবং আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এত বড় ধাক্কা আগে আর আসেনি। বস্তুত, করোনাক্রান্ত মানুষের মৃত্যুসংখ্যাকে অনেকটাই অতিক্রম করে গিয়েছে। অথচ পৃথিবীর মধ্যে এমনও ব্রিটেন দেশটির স্বাস্থ্য দফতর এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা যে অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই সএদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা বা 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস' সংক্ষেপে 'এনএইচএস' ডনসংখ্যার শতকরা ৯৫ শতাংশকেই যাবতীয় (শারীরিক-মানসিক-সামাজিক) চিকিৎসা দিয়ে থাকে। অসুখের চিকিৎসা-সংক্রান্তচ ব্যাপারে রোগী চিকিৎসকও হাসপাতালের মধ্যে কোনও টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়ার নিয়ম নেই। দেশের সব মানুষের চিকিৎসার মান এক। রানির দেশকে এখনও মরা হাতি লাখ টাকা বলা যায় এই সুবিন্যস্ত, সুপরিকল্পিত এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আয়োজনের নিরিখে। তা সত্ত্বেও ওই বিপুল সংখ্যক মৃত্যু এবং তার থেকে বহুগুণ বেশি আক্রান্ত মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা দিতে গিয়ে ব্রিটেনের এনএইচএস বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাবতীয় রুটিনমাফিক চিকিৎসা, অপারেশন, সব বন্ধ। বেড ভর্তি হয়ে আছে করোনা রোগীতে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুল্যান্স চালত। দেশজুড়ে চলছে কঠোর লকডাউন। তার মধ্যেই অবশ্য আশার সঞ্চার হয়েছে টিকা তথা ভ্যাকসিনের ব্যবহারে ছাড়পত্র পাওয়ায়। ব্রিটেনের মতো ছোট দেশটিকে কৃতিত্ব দিতে হবে সেক্ষেত্রেও। আমেরিকা থেকে ফাইজার কোম্পানি প্রথমেই 'কোভিড ১৯' ভ্যাকসিন ব্যবহার শুরু করলেও, তার দাম (২৬ পাউন্ড, তথা ২৫০০ টাকা) এবং সংরক্ষণের জন্য যে-তাপমাত্রা প্রয়োজন (৭০- ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), তার জন্য হিমশিম খেতে হচ্ছিল। ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় একই সময়ে যে টিকা অ্যাসট্রাজেনেকা কোম্পানির মাধ্যমে নিয়ে এল, তার দাম ফাইজারের ১০ শতাংশ; সংরক্ষণের জন্য সাধারণ ফ্রিজের তাপমাত্রাই যথেষ্ট এবং সর্বোপরি কর্মক্ষমতায় প্রায় কোনেও তফাত নেই ফাইজারের সঙ্গে। পৃথিবীজুড়েই এই মুহূর্তে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় (এমনকী, ভারতে যে ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হচ্ছে, তা ও এই ফরমুলা অনুযায়ী) তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণে এবং উপকারিতাও প্রমাণিত হয়ে চলেছে। তবু অশান্তির মেঘ যেন কাটতে চাইছে না, ভাইরাসের নতুন স্ট্রেন বা চারিত্রিক গঠনের আচরণের জন্য। ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞরাও বসে নেই এবং প্রশাসনও। এই যৌথ উদ্যোগের ফলাফল জানাবে সময়।

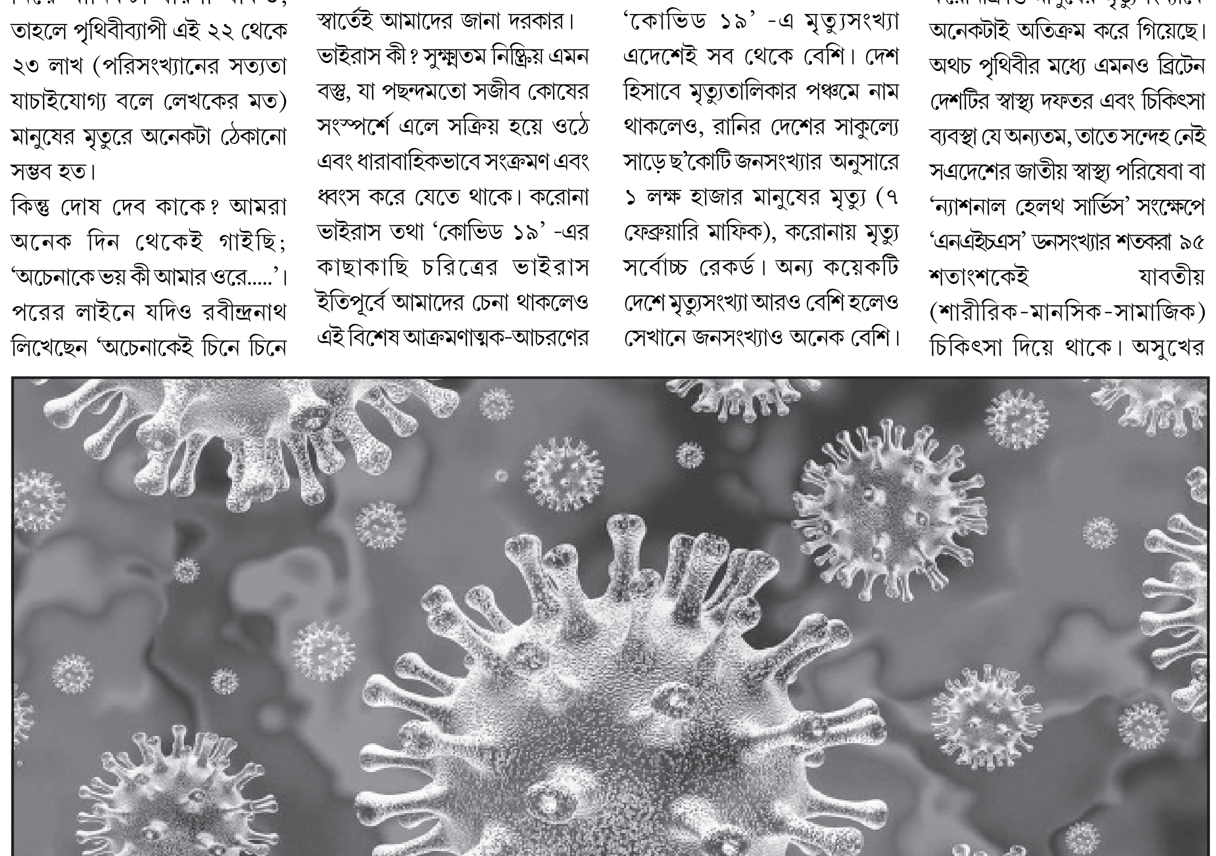

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার সাথে সাক্ষাত করেছে। ছবি ঃ নিজস্ব

দিল্লির বাংলো ছাড়তে মকুল রায়কে বার্তা স্বপন দাশগুপ্তর

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : দিল্লির বাংলো ছাড়তে মকুল রায়কে বার্তা দিলেন বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। মুকুলবাবু তৃণমূলের হাত ধরেই রাজ্যসভার সাংসদ হন ২০০৬ সালে। সেই সময়েই তাঁকে থাকার জন্য কেন্দ্রের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছিল দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউয়ের ১৮১ নম্বর বাংলো। তখন থেকে এই বাংলোই ছিল কার্যত দিল্লিতে তৃণমূলের প্রধান কার্যালয়। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও দিল্লিতে এলে মুকুলবাবুর এই বাংলোয় উঠতেন। তৃণমূলের সংসদীয় কমিটির মিটিং দিল্লিতে হলে তা হত এই বাংলোতে। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মুকুলবাবু ছিলেন তৃণমূলেরই সাংসদ। রাজ্যসভায় তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৮ সালে। কিন্তু তার এক বছর আগেই তিনি রাজ্যসভার পদ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এরপর মমতা দিল্লিতে গেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলোতে উঠতেন। মুকুলবাবুর বাংলোয় তৃণমূলের বিচরণ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুকুলবাবু ২০১৭ সালে রাজ্যসভার পদ থেকে ইস্তফা দিলেও সাউথ অ্যাভিনিউয়ের ১৮১ নম্বর বাংলোটি কিন্তু ছাড়েননি। এমনকি তৃণমূল থেকে সেই সময় তাঁকে বাংলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য যেমন বলা হয়েছিল তেমনি কেন্দ্রের কাছেও সেই আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়কার বিজেপি সদস্য মুকুলকে যাতে ওই বাংলো ছাড়তে না হয় তার জন্য গেরুয়া শিবিরের তরফে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের রাজ্যসভার বাঙালি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তকে। দিল্লিতে মুকুল রায়ের দেড় দশকের ঠিকানা কী এবার বদলে যেতে চলেছে? এই প্রশ্নটা উঠে গেল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত রীতিমত চিঠি পাঠিয়ে মুকুলবাবুকে তাঁর দিল্লির বাংলো ছেড়ে দিতে বলার জন্য। যদিও মুকুলবাবু সেই চিঠির কোনও উত্তর দেননি। তিনি বাংলো ছাড়তে রাজি না হলে যে মোদী সরকার বলপ্রয়োগ করতে পিছুপা হবে না সেটা সকলেই জানেন। স্বপনবাবু দীর্ঘদিন ধরেই দিল্লির বাসিন্দা। কিন্তু তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসাবেও একটি বাংলো পাওয়ার অধিকারী। তাই ঠিক করা হয় সাউথ অ্যাভিনিউয়ের ১৮১ নম্বর বাংলোটি স্বপনবাবুর নামেই বরাদ্দ করা হবে। তবে সেখানে স্বপনবাবুর অতিথি হিসাবে থাকবেন মুকুল। সেই ভাবেই সরকারি ভাবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে। তাই মুকুলবাবুকে ওই বাংলো ছাড়তে হয়নি। কিন্তু এখন যখন তিনি সপুত্র বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ফিরে এসেছেন, রাজ্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন, তখন বিজেপি থেকেই এবার জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে ওই বাংলো থেকে মুকুলবাবুকে কার্যত উৎখাত করার প্রক্রিয়া। যেহেতু বাংলোটি স্বপন দাশগুপ্তের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে, তাই সংসদের আবাসন কমিটি তাঁকেই চিঠি পাঠিয়েছে বাংলো খালি করে দেওয়ার জন্য। সেই চিঠি আবার স্বপনবাবু পাঠিয়েছেন মুকুল রায়কে। বিজেপির কাছে অস্বস্তির কারন হয়ে গিয়েছে যে ওই বাংলোর প্রবেশপথের দুই পাশেই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সম্বলিত হোর্ডিং জায়গা করে নিয়েছে। সরে গিয়েছে মোদী, শাহ, নাড্ডার ছবি। পাশাপাশি এই বাংলোতে ফের যেমন তৃণমূল সাংসদদের আনাগোনা শুরু হয়েছে তেমনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা সুনীল মণ্ডলের মতো সাংসদদেরও আসা যাওয়া শুরু হয়েছে।মুকুলবাবুর এই দুর্দিনে তাঁর পাশে থাকছে তৃণমূল। তবে এই ক্ষেত্রে তৃণমূল কোন রণকৌশল নেয়, বিজেপি তথা মোদী সরকারের পদক্ষেপ ঠেকাতে, এখন সেই দিকেই সবার নজরে থাকবে। এর সঙ্গে এটাও অস্বীকার করার উপায় রইল না যে, তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির যে সব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেই তালিকায় এবার মুকুল রায়ের বাংলোর বিষয়টিও সযত্নে জুড়ে গেল। শোনা যাচ্ছে মানস ভুঁইয়ার ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভার আসনে মুকুল রায়কে ফের প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। সেক্ষেত্রে তাঁকে আর ওই বাংলো নাও ছাড়তে হতে পারে। বা আইনের বলে তাঁকে তখন ওই বাংলো থেকে নাও সরাতে পারে মোদী সরকার। কিন্তু মানস ভুঁইয়ার ছেড়ে যাওয়া সেই আসনে উপনির্বাচন হতে দেরি আছে। তাই এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে মুকুল রায়কে মোদী সরকার জোর করে বাংলো ছাড়া করতে চাইলে তৃণমূল কী পদক্ষেপ নেয় এখন সেটাই দেখার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসম : সময়োচিত ব্যবস্থা না নেওয়ায় মিজোরাম সীমান্তে রক্তক্ষয়ী হামলা, সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিরোধী নেতা দেবব্রতের

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : সময়োচিত ব্যবস্থা নেয়নি অসম সরকার। তার জন্যই আজ মিজোরাম সীমান্তে রক্তক্ষয়ী এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দেগেছেন বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস পরিষদীয় নেতা দেবব্রত শইকিয়া।

আজ বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে বিরোধী নেতা শইকিয়া বলেন, গতকাল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল মিজোরাম সীমান্তে লায়লাপুরের অকুস্থল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পরিস্থিতি এবং স্থানীয়দের খোঁজখবর নেওয়া ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিনিধি দলকে ধলাই থানার সামনে রুখে দেয় পুলিশ। তাই তাঁরা সেখানে গিয়ে গত ২৬ তরিখ সংগঠিত ঘটনাবলির প্রকৃত কোনও খবরাখবর নিতে পারেননি। তাঁর অভিযোগ, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু গোপন করতে চাইছে সরকার। বলেন, গত বছর অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মিজোরাম সীমান্তে লাগাতার কয়েকদিন এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োজিত করা হবে বলে ঘোষণা করেছিল সরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ঘোষণা কার্যকর হয়নি।

অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শইকিয়া বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার বিবদমান উভয় রাজ্যের সীমান্তে নিউট্রাল ফোর্স মোতায়েন করেছে। কিন্তু নিউট্রাল ফোর্স কখনও এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। শইকিয়ার দাবি, এ মুহূর্তে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা সবসময় সরকারকে সহায়তা করতে রাজি। কখনও বহিঃরাজ্যের আগ্রাসন আমরা কেউ মেনে নেব না।' তিনি বলেন, সীমা বিবাদ সমস্যা সমাধান করতে যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল, সরকার তা করেনি। তাঁর কথায়, আন্তঃরাজ্য সীমা সমস্যার সমাধান করতে বিজেপি সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। কেননা, সাম্প্রতিককালে ভূমি-কেন্দ্রীক ৪২টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর পরও সঠিক ভাবে ব্যবস্থা না নেওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক, আক্ষেপ করে বলেন বক্তা।

দেবব্রত বলেন, অসমের ৭০ হাজার হেক্টর ভূমি মিজোরা জবরদখল করে রেখেছে। বিধানসভায় এই তথ্য দিয়েছিল সরকার। মিজোদের কবল থেকে জবরদখলকৃত ভূমি উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা দেবব্রত শইকিয়া।

ড্রাগস-আসক্তদের পুনঃসংস্থাপনের বিষয়ে এসএলসিএ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই রাজ্যেকে ড্রাগস-মুক্ত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। এর জন্য রাজ্য পুলিশকে ড্রাগস-বিরোধী অভিযানে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই রাজ্য পুলিশ ড্রাগসের বিরুদ্ধে আপসহীন অভিযানে নামে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ কোটি কোটি টাকার ড্রাগস, নেশার ট্যাবলেট সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে। সেই সঙ্গে ড্রাগস প্যাডেলারদের আটক করেও শ্রীঘরে পাঠাচ্ছে পুলিশ। কিন্তু শুধু ড্রাগস উদ্ধার করে নেশায় আসক্তদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে, মুখ্যমন্ত্রী ড্রাগস প্রতিরোধী রাজ্য পর্যায়ের সমন্বয়কারী এজেন্সি (এসএলসিএ) এবং রাজ্যের বেসরকারি বেশ কয়েকটি নেশা মুক্তি কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

আজ বৃহস্পতিবার জনতা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সভাকক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকে রাজ্যে ড্রাগস আসক্তদের পুনঃসংস্থাপনের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রাজ্যে ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্তদের পুনঃসংস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট কোনও নীতি নেই। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগকে এ বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট নীতির খসড়া অতিশীঘ্র প্রস্তুত করার পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। এই নীতির খসড়া প্রস্তুত করার সময় রাজ্যের বিভিন্ন নেশা মুক্তি কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। যাতে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

রাজ্যের ড্রাগস-আসক্তদের জীবন ধ্বংসকারী নেশা থেকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, নেশায় আসক্তদের পুনঃসংস্থাপনের লক্ষ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থাকেও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে সমানতালে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ড্রাগসের আসক্তি থেকে মুক্তিপ্রাপ্তরা পুনরায় যাতে এই পথে আর পা না বাড়ান, এই বিষয়েও সদা জাগ্রত থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এ-ও বলেন, নেশায় আসক্তদের নেশামুক্ত করে কীভাবে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যায়, এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। এর জন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিত ভাবে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজকের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড্রাগসাসক্ত-মুক্ত তথা পুনঃসংস্থাপনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্মের পর্যালোচনা করে, এই লক্ষ্যে যাতে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায় এর জন্য একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কাজকর্মাবলি নথিভুক্ত করে রাখার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

জনতা ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মুখ্যসচিব অনুরাগ গোয়েল, সমাজ কল্যাণ বিভাগের সচিব পার্থ মজুমদার, সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধিকর্তা বিভাস মোদী প্রমুখ।

অসম : লায়লাপুরে অসম পুলিশের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণে তৃতীয় শক্তি জড়িত, মনে করে করিমগঞ্জ বিজেপি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী লায়লাপুরে গত ২৬ জুলাই অসম পুলিশের ওপর বর্বরোচিত গুলি চালানোর ঘটনায় অদৃশ্য কোনও তৃতীয় শক্তি জড়িত রয়েছে। মিজো পুলিশের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মিজো দুর্বৃত্ত কর্তৃক অসম পুলিশের ওপর আক্রমণের পিছনে তৃতীয় কোনও শক্তি জড়িত থাকার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। লায়লাপুরের রক্তক্ষয়ী ঘটনা নিয়ে এই দাবি করেছেন করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। জন্মভূমি রক্ষার্থে মিজো দুর্বৃত্তদের গুলিতে সর্বোচ্চ বলিদান প্রদত্ত অসম পুলিশের শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি। দলীয় জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য কাছাড় জেলার লায়লাপুরে রক্তক্ষয়ী ঘটনায় শহিদ অসম পুলিশের জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মিজো দুর্বৃত্তদের এলোপাতাড়ি গুলিতে গুরুতর আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মিজো পুলিশ এবং মিজো দুষ্কৃতীদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ একপক্ষীয় ভাবে নির্বিচারে গুলি চালনার কঠোর ভাষায় নিন্দা জানান জেলা বিজেপি সভাপতি। বলেন, আন্তঃরাজ্য সীমা সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র বিভাগের তরফে অসম-মিজোরাম উভয় রাজ্যের মুখ্যসচিবদের দিল্লি ডেকে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরের দিন ২৭ তারিখ কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা উপস্থিত হয়ে শহিদ বীর জওয়ানদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। অন্যদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত পুলিশ কর্মীদের নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছেন প্রদেশ বিজেপির নেতৃবৃন্দও।

মুখ্যবমন্ত্রী নিহত শহিদদের নিকট-আত্মীয়দের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়া আহত প্রত্যেক পুলিশ কর্মীকে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন সরকারের পক্ষ থেকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শতাব্দী-প্রাচীন অসম-মিজোরামের সীমা বিবাদের চিরস্থায়ী নিষ্পত্তি হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন সুব্রত ভট্টাচার্য। এদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির উপ-সভাপতি ডা. মানস দাস, জেলা তফশিলি জাতি উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, প্রদেশ কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যর সুদীপ চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দাস, শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে, জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল, জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝুমা দাস প্রমুখ। শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় সব বক্তাই মিজোরাম সরকারের মদতে সংগঠিত এই বর্বরোচিত কাণ্ডের তীব্র ধিক্কার জানান। তাঁরা সকলেই শহিদ পুলিশ কর্মীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

৮.২ মাত্রার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আলাস্কান পেনিনসুলায়, জারি সুনামির সতর্কতা

ওয়াশিংটন, ২৯ জুলাই (হি. স.): ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আমেরিকা। বুধবার রাতে আমেরিকার আলাস্কান পেনিনসুলায় অনুভুত হয় এই ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৮.২। ভূমিকম্পের জেরে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। আমেরিকার জিওলজিকাল সার্ভের তরফে জানান হয়েছে ৯১ কিমি দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত পেরিভিল শহর ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মার্কিন সরকারের তরফে দক্ষিণ আলাস্কা ও আলাস্কান পেনিনসুলায় সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মার্কিন সুনামি সতর্কতা সিস্টেমের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, "আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যেই উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ভয়ঙ্কর সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে।" ভূমিকম্পের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। তবে কম্পনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে প্রায় কয়েকশো কিলোমিটার অবধি সেই কম্পন অনুভূত হয়। প্যাসিফিক রিং অব ফায়ারের অংশ হওয়ায় আলাস্কাও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। এর আগে গত বছর অক্টোবর মাসে আলাস্কার দক্ষিণ উপকূলে ভূমিকম্প হয়। সেই সময় ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৫। তবে সেই ভূমিকম্পে খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং হতাহতেরও কোনও খবর মেলেনি। তবে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে আলাস্কায় ৯.২ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল, যা উত্তর আমেরিকায় হওয়া সবথেকে শক্তিশালী ভূমিকম্প ছিল। এর জেরে আলাস্কা, আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ও হাওয়াইয়ে সুনামি আসে এবং ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মৃত্যু হয়েছিল কমপক্ষে ২৫০ জনের।

অসম : দুর্ঘটনাগ্রস্ত মন্ত্রী অতুল বরার কনভয়, আহত দুই নিরাপত্তারক্ষী

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে রাজ্যের কৃষি, উদ্যানশস্য, পশুপালন এবং সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরার কনভয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটি থেকে শিলচরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন মন্ত্রী অতুল। কিন্তু বর্ণিহাট ছেড়ে মেঘালয়ের বি-ভোই জেলা সদর নংপো পৌঁছার আগে তাঁর কনভয়ের একটি গাড়ি আচমকা জাতীয় সড়কের পাশে ডিভাইডারে ধাক্কা লেখে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে। এতে মন্ত্রীর দুই নিরাপত্তারক্ষী জখম হয়েছেন। তবে সৌভাগ্যবশত মন্ত্রী অতুল বরার কিছু হয়নি, তিনি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ইতিমধ্যে শিলচর গিয়ে পৌঁছেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এদিকে আহত দুই নিরাপত্তারক্ষীকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে। তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছোটা রাজন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি. স.) : অস্বাভাবিক পেটে যন্ত্রণার জেরে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস -এ ভর্তি রাজেন্দ্র নিকালজে ওরফে আন্ডারওয়ার্ল ডন ছোটা রাজন। গত ২৭ জুলাই তাকে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। গত এপ্রিলেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এইমসে ভর্তি ছিল ছোটা রাজন। ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাজন। তিহার জেলের আধিকারিক ডিজি সন্দীপ গোয়েল বৃহস্পতিবার হিন্দুস্থান সমাচার- কে জানিয়েছেন, সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছিল ছোটা রাজন। এটা তার সাইড এফেক্ট হতে পারে। আপাতত তার চিকিৎসা চলছিল। মঙ্গলবার তিহার জেলে বন্দি ছোট রাজনের আচমকাই পেটে ব্যাথা শুরু হয়। জেলের চিকিৎসক প্রাথমিকভাবে তার চিকিৎসা করেন। কিন্তু ছোট রাজনের শারীরিক অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ায় তাকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজনকে। 'ডি-কোম্পানি'র হিট লিস্টে ছিল রাজন। একাধিকবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ তথা অন্যতম সেনাপতি ছোটা শাকিল। করাচি থেকে রাজনের নামে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছিল দাউদ। ২০১৮ সালে সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দে হত্যাকাণ্ডে রাজন-সহ ৯ জন দোষীর যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শোনায় আদালত। তারপর থেকেই দিল্লির তিহার জেলে রাখা হয়েছিল তাকে।

রাজ্যে কোভিড নিয়ন্ত্রণবিধির মেয়াদ বাড়ল ১৫ আগস্ট পর্যন্ত

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে বাড়ল করোনা বিধিনিষেধের মেয়াদ। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হল বিধিনিষেধ। ৫০ু উপস্থিতি নিয়ে হলের মধ্যে সরকারি কর্মসূচি পালন করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। স্কুল, কলেজ বন্ধই থাকছে। বাজার-হাট খোলার ক্ষেত্রে আগের নিয়মই বজায় থাকবে। তবে রাতের বিধিনিষেধে কড়াকড়ির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্নর তরফে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিবের তরফে জারি করা একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, শনিবার, ৩১ জুলাই থেকেই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। তবে লোকাল ট্রেন চালু করার বিষয়ে ওই নির্দেশিকায় আলাদা করে কোনও উল্লেখ নেই। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় ১৫ আগস্ট পর্যন্ত স্বাভাবিক হচ্ছে না লোকাল ট্রেন চলাচলও।স্বাস্থ্য পরিষেবা, আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত পরিষেবা এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবা ছাড়া রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত যানবাহন এবং রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের চলাফেরায় আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল সরকার। গত ১৪ জুলাই জারি করা সেই নিয়ন্ত্রণবিধি কার্যকর ছিল ৩০ জুলাই পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সেই বিধিনিষেধের মেয়াদ ১৫ অগস্ট পর্যন্ত ব্যাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছে সরকার। তবে করোনা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ চলাকালীন লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার যে ঘোষণা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে আলাদা করে কোনও উল্লখ নেই রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকায়। সে ক্ষেত্রে রেল কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য যে পেট্রল স্পেশ্যাল পরিষেবা রেলের তরফে দেওয়া হচ্ছিল, তা জারি থাকবে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের রেশ এখনও কাটেনি। গত ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা। বুধবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে মারণ ভাইরাসের কবলে পড়েছেন ৮১৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টাতে বাংলায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। করোনা মুক্ত হয়েছেন ৮১১ জন।

কাজের সন্ধানে ভারতে যাওয়া ১০ বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৯ জুলাই (হি. স.) লাই কাজের সন্ধানে ভারতে গিয়ে আটক হওয়া তিন মহিলাসহ ১০ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করল ভারত। দীর্ঘ ৯ বছর পর বৃহস্পতিবার বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে এদের বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকালে ভারতের পেট্রাপোল ক্যাম্পের বিএসএফ ও ইমিগ্রেশন পুলিশ বেনাপোল চেকপোষ্ট ইমিগ্রেশন পুলিশ ও বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের বেনাপোলের ইমিগ্রেশন ওসি আহসান কবির জানান সাত থেকে নয় বছর আগে বৈধ ও অবৈধপথে ভারতে গিয়ে বিভিন্নসময় আটক হন এরা। পশ্চিমবঙ্গের জেল খানায় জেলহাজতবাস শেষে দু''দেশের সরকারের আইনি সহায়তার মাধ্যমে ট্রাভেল পারমিটে তাদের বাংলাদেশ ফেরানো হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং সাতজন পুরুষ রয়েছে। তাদের বাড়ি যশোর মাগুরাসহ বিভিন্ন জেলায়। বাংলাদেশীদের সাতজনকে পঠানো হবে যশোরের গাজিরদরগাহে ও তিনজনকে শেল্টারহোমে। ১৪দিনের কায়ারেনটাইনে থাকবে তারা।

অসম : 'মিস্টার ইন্ডিয়ান বলিউড ক্রোন ২০২১ মডেলিং কম্পিটিশন'-এ বিজয়ী বঙাইগাঁওয়ের বাপন সরকার

বঙাইগাঁও (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন অসমের যুবক-যুবতীরা। জেলাস্তর থেকে শুরু করে জাতীয়, আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন অসমের বহু যুবক যুবতী। ইতিমধ্যে বিশ্বের বুকে স্বর্ণাক্ষরে নাম লিখতে সক্ষম হয়েছেন বিভিন্ন জন, বিভিন্ন পারদর্শিতায়। এবার বলিউডে জ্বল জ্বল করছে অসমের এক উদীয়মান যুবকের নাম। মুম্বাইয়ে ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন অসমের এক যুবক। অসমের জন্য গৌরব কেড়ে আনতে সক্ষম হয়েছেম বঙাইগাঁও-এর যুবক বাপন সরকার। 'মিস্টার ইন্ডিয়ান বলিউড ক্রোন ২০২১ মডেলিং কম্পিটিশন'-এ বিজয়ী হয়ে গৌরব কেড়ে এনেছেন অসমের যুবক বাপন। বাপন সরকারের বাড়ি বঙাইগাঁও জেলার মানিকপুর থানার অধীন ১ নম্বর নয়াপাড়ায়। নয়াপাড়ার সুস্থির সরকারের ছেলে বাপন গুজরাটের জামনগরে মডেলিং প্রতিযোগিতায় ফার্স রানার্স আপ স্থান পেতে সক্ষম হয়েছে। নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের এই যুবকের বাল্যকাল থেকেই বলিউডে পাড়ি দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা ছিল। মা-বাবার ছিল চায়ের দোকান। আর চা বিক্রি করে তাঁদের ছেলে বাপনকে বিএসসি চূড়ান্ত বর্ষে উপনীত করার সময় এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁদের ছেলের এই সাফল্যে যথেষ্ট আনন্দিত তার মা-বাবা, পরিবারের সবাই এবং গোটা অঞ্চল। উদীয়মান এই যুবক যাতে আগামী দিনে আরও এগিয়ে যেতে পারে এর জন্য মানিকপুর তথা বঙাইগাঁও জেলা সহ অসমের পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করতে বাপনের পরিবার এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশজুড়ে নিম্নমুখী করোনার গ্রাফ, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৪৩ হাজার ৫০৯ জন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি. স.) : দেশে বুধবারের তুলনায় সামান্য কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ হাজার ৫০৯ জন। মিলল সামান্য স্বস্তি। বৃহস্পতিবারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ হাজার ৫০৯ জন। যা বুধবারের তুলনায় কিছুটা কম। কারণ, ওইদিন ৪৩ হাজার ৬৫৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে মঙ্গলবার করোনা গ্রাফ নেমেছিল ৩০ হাজারের নিচে। তার ফলে দেশজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার ১১৪ জন। অ্যাকটিভ কেস ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা প্রাণ কেড়েছে ৬৪০ জনের। তার ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৬৬২ জন। ভাইরাসকে হারিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৮ হাজার ৪৬৫ জন। সুস্থতার হার ৯৭.৩৮ শতাংশ। করোনা সংক্রমণ রুখতে জোরকদমে চলছে টিকাকরণ কর্মসূচিও। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.): একুশের বিধানসভা ভোটের ফলই জানান দিচ্ছে ফের মসনদে তৃণমূল সরকার। এরই মাঝে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলে মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়।তারই মাঝে বৃহস্পতিবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন বাবুল সুপ্রিয়। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বাবুল সুপ্রিয় লেখেন, 'বাংলার নবজাগরণের পুরোধা, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম'। অপরদিকে গতকাল রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গান পোস্ট করে বাবুল সুপ্রিয় আরও লেখেন, """সোশ্যাল সাইটে গান নিয়ে কিছু লিখলে আপনাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা পাই। একান্তে ভাবলে মনে হচ্ছে এগুলো গায়ক বাবুলকে লেখা। অনেকে রাজনৈতিক পোস্টে আক্রমণ করলেও আমার গানের প্রশংসা করছেন। অনেকেই বলছেন রাজনীতি ছেড়ে দিতে। এই কথাগুলো আমাকে গভীর ভাবে ভাবাচ্ছে। কিছু পাওয়ার আশায় বা পাওয়ার আশায় তো রাজনীতিতে আসিনি """। গান ও রাজনীতি দুটোতেই খারাপ ভাল থাকবে। কিন্তু আপনাদের ভালবাসাকে পাথেয় করে আপনাদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কোথাও আমার আমি থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি না তো? নইলে আপনারা কেন বারবার ফিরে আসতে বলছে """।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

পেঁপের চার পর্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানুন

পেঁপের গুণ জানেন না এমন মানুষ কমই আছে। পেট থেকে শুরু করে ত্বক ও সুস্থ শরীরের জন্য হাজারো উপাদানে ঠাসা এই পেঁপে।
সালাদ বানিয়ে খান অথবা এক গ্লাস পেঁপের জুস খান উপকার পাবেন। পেঁপে লো ক্যালোরি সবজি, এতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল নানান উপাদান যা হজম শক্তি বৃদ্ধিতে কাজ করে।
কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় পেঁপের ঝোল খুবই উপকারী। পেঁপের মধ্যে থাকা বিটা ক্যারোটিন কাজে দেয়। ফাইবার যুক্ত পেঁপে মাংস সেদ্ধ করতে তো সকলেই ব্যবহার করেন।
কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও পেঁপের কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। নিম্নে পেঁপের চারটি সাইড এফেক্ট তুলে ধরা হলো-
১) গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে
পেঁপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ল্যাটেক্স থাকে যা জরায়ুর সংকোচন ঘটাতে পারে। এতে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে বলেই চিকিতসকেরা গর্ভাবস্থায় পেঁপের বীজ, শিকড় বা পাতা খেতে বারণই করেন। গর্ভাবস্থায় পরিমাণ পেঁপে ক্ষতিকর বেশি ফাইবার থাকায় কন্সটিপেশনের রোগীদের ক্ষেত্রে পেঁপে বড্ড উপকারী হলেও অত্যাধিক পরিমাণে খেলে পেটের সমস্যাও দেখা যেতে পারে। পেঁপের খোসায় থাকা ল্যাটেক্স পেটে ব্যথা, অস্বস্তির কারণও হতে পারে। অত্যধিক পেঁপে ডায়েরিয়ার জন্যও দায়ী।
৩) বিভিন্ন ওষুধ চলাকালীন পেঁপে খাওয়া নিয়ে সতর্ক হোন
ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, রক্তকে তরল করার বিভিন্ন ওষুধের

চোখের জন্য খুবই উপকারী। ডেঙ্গু হলে পেঁপে পাতাও যথেষ্ট পেঁপে এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেন চিকিতসকরা। ২) বেশি সাথে পেঁপের কিছু বিক্রিয়া ঘটে। যা হঠাত রক্তক্ষরণের কারণও হতেপারে।

পেটের সমস্যা দূর করে এই উপকরণ

অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণ, তেল ও মশলাদার খাবার পেটের সমস্যা বৃদ্ধি করে। তাই পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ খুই উপকারী। এছাড়া স্ট্রেস, শরীরচর্চা না করা, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে অম্বলের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ওষুধপত্র সেবন করে এই সমস্যার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে এ সমস্যা দূর করার জন্য বেশ কিছু ঘরোয়া টোটকা রয়েছে। তার মধ্যে লবঙ্গ বেশ কার্যকর। আসুন জেনে নেওয়া যাক।
পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ ম্যাক্রোবায়োটিক নিউট্রিশনিস্ট এবং হেলথ কোচ শিল্পা আরোরার মতে, লবঙ্গ আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়াতে এবং পুষ্টিদ্রব্য সংশ্লেষণে সাহায্য করে। খাবারে লবঙ্গ যোগ করা হলে তা অম্বল হতে বাধা দেয়। সমপরিমাণ লবঙ্গ ও দারুচিনি খাবারে যোগ করলে উপকার পাওয়া যায়। স্যালাইভা প্রস্তুত করতে লবঙ্গ সাহায্য করে। ফলে আমাদের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধা বা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে বুক জ্বালা দূর করতে লবঙ্গ চিবানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
যেভাবে লবঙ্গ ব্যবহার করবেন দুই-তিনটে লবঙ্গ চিবাতে থাকুন। এর ফলে লবঙ্গের রস আপনার শরীরে প্রবেশ করবে এবং অম্বলের সমস্যা থেকে আপনি দ্রুত মুক্তি পাবেন। অম্বলের ফলে সৃষ্টি হওয়া মুখের দুর্গন্ধও দূর হয়। লবঙ্গ খাওয়ার সহজ পদ্ধতি হল রান্নায় লবঙ্গের ব্যবহার। এর ফলে বিভিন্ন রকম পেটের সমস্যা দূর হয়। তবে দীর্ঘদিন অত্যাধিক অম্বলের সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিতসকের পরামর্শ নেবেন।

এই ৫ নিয়ম মেনে দূরে রাখুন কিডনির সমস্যা

আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল বৃক্ক বা কিডনি। শরীরের সার্বিক সুস্থতা বজায় রাখতে কিডনির যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর কিডনি ভাল রাখতে কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে চলা উচিত। আসুন জেনে নেওয়া যাক কিডনি সুস্থ রাখার কিছু উপায়।
১) প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ গ্লাস (২-৩ লিটার) জল পান করুন।
২) প্রস্রাব কখনো চেপে রাখবেন না। এতে সংক্রমণ (ইনফেকশন) হওয়ার ভয় থাকে।
৩) চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ, বিশেষ করে ব্যথানাশক (পেনকিলার) ওষুধ বা কোন অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না। ৪) আপনার বয়স চল্লিশ বছরের বেশি হলে নিয়মিত অন্তত একবার ডায়বেটিস ও ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করুন। ডায়বেটিস বা ব্লাড প্রেশার থাকলে তা নিয়ম মেনে নিয়ন্ত্রনে রাখুন। ৫) বছরে অন্তত একবার প্রসাবের মাইক্রো-এলবুমিন পরীক্ষা করুন।

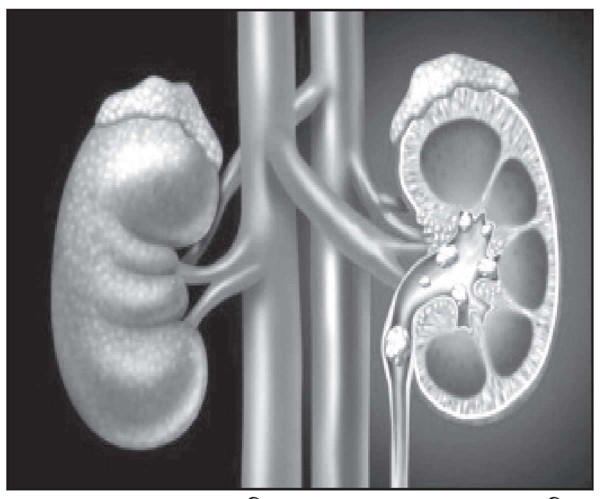

করোনাভাইরাস এবং ডায়াবেটিস রোগীর সতর্কতা

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।বিষয়টা এমন নয় যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। বরং অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব রোগীদের খারাপ জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি ডায়াবেটিস সু-নিয়ন্ত্রিত না হয়। এজন্য নিচের বিধিগুলো মেনে চলা উচিত সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা। চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। ডায়াবেটিস এবং করোনভাইরাস রক্তে উচ্চশর্করার হার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।যাদের ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন হার্ট বা ফুসফুসজনিত বা কিডনিজনিত জটিলতা আছে তাদের জন্য করোনভাইরাস প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন সর্বোত্তম উপায় হল যতটা পারেন বাড়িতে থাকুন। যদি বাইরে যেতেই হয় তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখুন এবং একটি কাপড়ের মাস্ক পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় এবং বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত ধোবেন বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করুন ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগেও হাত ধুয়ে নিন এবং যে জায়গায় ইঞ্জেকশন দেবেন সে জায়গা পরিষ্কার করে নিন।বাড়ির প্রত্যেকেরই নিজের হাত প্রায়শই ধোয়া উচিত। বিশেষত পরিবারের জন্য রান্না করার আগে। কোনো বাসন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা যাবে না। আর যদি বাড়ির কেউ অসুস্থ থাকে তবে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকতে হবে।একান্তই একই ঘরে থাকতে হলে একটি কাপড়ের মাস্ক পরতে হবে।করোনাভাইরাসের সময়ে ডায়াবেটিস রোগীর পরিকল্পনা ইন্সুলিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ বাসায় রাখা যাতে বার বার বাইরে যেতে না হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাতের কাছে মধু, চিনি-মিষ্টি বা ফলের রসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। অনেকসময় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। তাই তার ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে হবে। যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসা করুন কতবার রক্তের শর্করার পরীক্ষা করতে হবে। অসুস্থ হলে আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করবেন।

দেরিতে রাতের খাবারে হতে পারে এই দুই ক্যানসার: গবেষণা

কোন সময়ে খাচ্ছেন তার উপরে শরীরের অনেক সমস্যার কারণ লুকিয়ে থাকে। মোটা বা রোগা হয়ে যাওয়া, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগারের হঠাত ওঠানামা এ সবই কিন্তু নির্ভর করে খাবার সময়ের উপর।
তবে আপনি কি জানেন প্রতিদিন রাতের খাবার দেরি করে খেলে প্রস্টেট ও স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়?
ল অফ ক্যান্সার প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে, দেরি করে রাতের খাবার খেলে স্তন ক্যানসার আর প্রস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
গবেষণা পরিচালনা করতে ৬২১ জন প্রস্টেট এবং ১,২০৫ জন স্তন ক্যান্সারের রোগীর উপর পরীক্ষাও চালানো হয়। যার মধ্যে পুরুষের ছিল ৮৭২ জন এবং নারীর সংখ্যা ১,৩২১ জন।
স্পেনের গবেষকদের একটি দল এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের ঘুমের সময়সূচী এবং রাতের খাবার সময় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
পরিবারে কারো ক্যান্সার আছে কিনা বা অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং তাদের পরিবেশে ক্যান্সার হতে পারার মতো কোনো প্রভাব আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখেন গবেষকেরা।
ফলাফল হিসেবে তারা জানান, দেরি করে রাতের খাবার খেলে সার্বিকভাবেই প্রস্টেট ও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে গবেষণায় দেখা গেছে যে রাত ৯ টার আগে যারা রাতের খাবার খেয়ে নেন বা খাওয়ার দু''ঘণ্টা পরে ঘুমাতে যান তাদের প্রস্টেট ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি ২৬ শতাংশ কম ছিল।
অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরের নারীদের মধ্যে যারা রাতের খাবার রাত ১০ টার আগে খেয়ে নেন তাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ১৬ শতাংশ কম।
গবেষকরা জানান যে, দেরি করে খাবার খেলে, এবং খাবার পরেই ঘুমিয়ে পড়লে শরীরের সার্কাডিয়ান ছন্দ ব্যহত হয়। যার ফলে বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়া যেমন ঘুম, হরমোনের কার্যকারিতা, শক্তিমাত্রা এবং শরীরের তাপমাত্রা ভারসাম্য হারায়।
এর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, টিউমার হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।
গবেষকরা জানান, খাদ্য উপাদান আর আলো এই সার্কাডিয়ান ছন্দকে সবচেয়ে ভালো নিয়ন্ত্রণ করে। আগের বিভিন্ন গবেষণায় মানুষের শরীরের ক্যান্সার তৈরিতে বিভিন্ন খাবারের কী কী ঝুঁকি তা নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে।

শুয়ে শুয়ে বই পড়লে দেহের কি ক্ষতি হয়

ছাত্রজীবন পার করতে হলে বই পড়া আবশ্যক। চাকরি জীবনেও অনেকে অবসর সময়ে বই পড়ে থাকেন। এই বই অনেকে বসে, আবার কেউবা শুয়ে পড়েন। তবে বসে বই পড়াটাকেই ভালো বলে মনে করছেন চিকিতসকরা। তারা বলেছেন, শুয়ে বই পড়লে উপকারের থেকে ক্ষতিটাই বেশি হয়। এবার জেনে নিন শুয়ে বই পড়লে কী কী সমস্যা হতে পারে-
চোখের ওপর চাপ বিজ্ঞানীরা সবসময় পরামর্শ দেন বই থেকে চোখের দূরত্ব অন্তত যেন ১৫ ইঞ্চি হয়। শুধু তাই নয়, পড়ার জন্য চোখের সঙ্গে বইয়ের অ্যাঙ্গেল থাকতে হবে ৬০ ডিগ্রি। যারা বাইফোকাল চশমা পরে বই পড়েন তাদের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা এর থেকে সামান্য কম কোণে পড়ার পরামর্শ দেন। শুয়ে বই পড়ার সময় বইয়ের দিকে যে কোণে তাকানো হয়, তাতে বইয়ের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কোণ থাকে না। ফলে চোখের ওপর চাপ পড়ে।
এতে কিছুক্ষণ পড়ার পরেই ক্লান্তি হয় শরীরে। চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। পাশ ফিরে শুয়ে যদি বইয়ের সঙ্গে দূরত্ব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন, তারপরও সমস্যা থেকে যায়। এ ছাড়া পাশ ফিরলে একদিকের পেশির ওপর চাপ বেশি পড়ে। ফলে পেশিগুলো সহজে কাজ করতে পারে না। এমনকি এতে চোখের অংশে কমে যেতে পারে রক্তচলাচল। চোখ লাল হওয়া অনেকে ভাবেন রাতে বিছানায় শুয়ে না ঘুমিয়ে বই পড়ার কারণে চোখ লাল হয়। কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স বলছে, অন্য কথা। তাদের কথায়, চোখের পেশিগুলোয় অত্যাধিক চাপ পড়ে বলেই চোখ এমন লাল হয়ে যায়। এটিও অ্যাস্থেনোপিয়া রোগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ। এর ফলে চোখের অশ্রুগ্রন্থির জল শুকিয়ে যেতে পারে। অশ্রুগ্রন্থির জল চোখের মণিকে আর্দ রাখে যাতে বাইরের কোনো ব্যাকটেরিয়া সহজে চোখে প্রবেশ করে কোনো রকম ইনফেকশন না ঘটাতে পারে। কিন্তু চোখের জল শুকিয়ে গেলে চোখের মণিতে বাইরের বাতাসে বায়ুর ধূলোর কণা সহজেই প্রবেশ করতে পারে, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভালো নয়। মাথা ব্যথা শুয়ে বই পড়লে চোখে তো চাপ পড়েই, একই সঙ্গে সেই চাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মাথাতেও। বিভিন্ন নার্ভ আমাদের ব্রেনে গিয়ে ভিশনারি সেন্স তৈরি করে। তাই চোখের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়লে নার্ভগুলো ঠিকমত কাজ করে না। উপরন্তু চোখের পেশির কাজে বাধা তৈরি হওয়ায় তা প্রভাব ফেলে মাথার পেশিতেও। এতে কমে যেতে পারে ঘুমের পরিমাণ। শুয়ে বই পড়লে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা যাবে-এমন আশঙ্কার কথা চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মুখে এখনো শোনা যায়নি। তবে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই বলে থাকেন। তাই বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই সাবধান হওয়া ভালো।

রক্তের বিকল্প শুধু এতেই রয়েছে

মানবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে রক্ত। রক্তের বিকল্প শুধু রক্তই। চিকিতসা বিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত রক্তের কোন বিকল্প আবিস্কার হয়নি। রক্তের অভাবে যখন কোন মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন অন্য একজন মানুষের দান করা রক্তই তার জীবন বাঁচাতে পারে। কিন্তু ১৬ কোটি মানুষের এদেশে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা খুবই কম। দেশে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ৯ লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। এর বিপরীতে কেবল ৩০ শতাংশ আসে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে। বাকি ৭০ শতাংশ আসে রক্তগ্রহীতার স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ পরিচিতজনদের কাছে। সেখানেও ব্যর্থ হলে তারা পেশাদার রক্ত বিক্রেতার স্মরণাপন্ন হয়। এদের রক্ত নিরাপদ নয়। কারণ আত্মীয় ও পরিচিতজনের রক্ত অনেকে প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং ছাড়াই রোগীর শরীরে দিতে চায় যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের রক্ত আরো বিপজ্জনক। তাদের রক্ত ব্যবহারের ফলে রোগীর দেহে ঘাতকব্যাধির জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। এজন্য স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্তই সবচেয়ে নিরাপদ। রক্তদানের উপকারিতা স্বেচ্ছায় নিজের রক্ত অন্য কারো প্রয়োজনে দান করাই রক্তদান। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী যেকোনো শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি রক্ত দিতে পারবেন। প্রতি চার মাস পর পর প্রত্যেক সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে রক্তদান করতে পারবেন। এতে স্বাস্থ্যে কোনো ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না। বরং রক্তদানের মাধ্যমে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমাতা বৃদ্ধি পায়।
রক্তদানের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। রক্তদান করার সাথে সাথে আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত ''বোন ম্যারো'' নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয় এবং দান করার দুই সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্ত কণিকা জন্ম হয়ে এ ঘাটতি পূরণ করে। বছরে তিনবার রক্তদান রক্তদাতার লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরে আয়রণের ভারসাম্য বজায় থাকে। ইংল্যান্ডের মেডিকেল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদানকারী দুরারোগ্য রোগব্যাধি যেমন, ক্যান্সার, হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগের ঝুঁকি থেকে প্রায়ই মুক্ত থাকেন। রক্তের কোলেস্টরেল-এর উপস্থিতি কমিয়ে দেহের স্থূলতা কমাতে সাহায্য করে। শরীরের বিপাকক্রিয়ায় অক্সিজেন ফ্রি রেডিকেল তৈরী হয়। এর জন্য আমরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুড়িয়ে যাই। রক্তদানে এ কেমিক্যাল শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে বিষ মুক্ত করে। ফলে বয়সের চাপ দেরীতে পড়ে। মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে মানসিক পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করা যায়। সর্বোপরি রক্তদান মানে নিজের ও পরিবারের দুঃসময়ের জন্য রক্ত সঞ্চয় করা। প্রতিবার রক্তদানের পর রক্তদাতার অস্থিমজ্জা নতুন রক্তকণিকা তৈরির জন্যে উদ্দীপ্ত হয়। ফলে রক্তদানের দুই সপ্তাহের মধ্যে সে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।
শরীরের রক্ত কণিকাগুলোর মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল সর্বোচ্চ ১২০ দিন। তাই চার মাস অর্থাত ১২০ দিন পর পর রক্তদানে শরীরের কোনো ক্ষতি নেই।
রক্তদাতার রক্তে এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। রক্তদাতা রক্তদানের ফলে এ টেস্টগুলো বিনামূল্যে করার সুযোগ পাচ্ছেন।
রক্তদানের ফলে রক্তে এর পরিমাণ কমে, ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা ৩৩ ভাগ কমে যায়।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা— জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফস্পাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

এআইএসইসি তরফ থেকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৯তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হয় আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

কাগজ ছোঁড়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক বিরোধীদের কড়া বার্তা অধ্যক্ষ ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বিরোধীদের কড়া বার্তা দিলেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বুধবার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার চেয়ার লক্ষ্য করে কাগজ ছোঁড়েন বেশ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ। বৃহস্পতিবার অধিবেশনের শুরুতেই গতকাল সাংসদদের সেই আচরণকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। মনে করিয়ে দিলেন সাংসদরা কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই কোনও সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মেটানো উচিৎ বলেই উল্লেখ করলেন এদিন।

এদিন ওম বিড়লা বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, 'যদি এই চেয়ারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে সরাসরি আমার চেম্বারে আসুন, এসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করুন। চেয়ারে পেপার ছোঁড়ার মত ঘটনা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর কথায়, 'এই আচরণ সংসদের নীতি বিরুদ্ধ। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেন। তাই সংসদের নীতি মেনে চলা ও গৌরব বৃদ্ধি করা তাঁদের কর্তব্য।' পাশাপাশি, বিধি ভাঙলে বা সংসদের অমর্যাদা করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও জানান তিনি।

এ দিন অধ্যক্ষের বক্তব্যের পর কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, 'এই চেয়ারের যে একটা মর্যাদা রয়েছে, তা আমরা জানি। আমরা সবাই জানি যে আপনার নেতৃত্বে সংসদে অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। কিন্তু এবার যা ঘটছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদ্ধত্যই দায়ী।'

প্রসঙ্গত, বুধবার লোকসভায় বিক্ষোভ চরম আকার নেয়। বিরোধীরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। পেগাসাস ও কৃষি বিল নিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বারবার মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন। অধ্যক্ষের চেয়ার লক্ষ্য করে কাগজ ছোঁড়েন তাঁরা। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এই সব বাধার মধ্যেও প্রশ্নোত্তর পর্ব জারি রাখেন। এরপরই লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে বিজেপির তরফে আবেদন জানানো হচ্ছে যাতে বিরোধী দলের ১০ সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেন তিনি। এই তালিকায় রয়েছেন মানিকাম ঠাকুর, হিবি ইডেন, এস জোথিমানি, রবনীত বিট্টু, গুরজিৎ সিংহ অজলা, টিএন প্রথাপন, ভি বৈথিলিঙ্গম, সপ্তগিরি শঙ্কর, এএম আরিফ ও দীপক বাইজ।

-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আগস্ট মাস থেকে ফের শুরু হতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা

ঢাকা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : আগস্ট মাস থেকে ফের শুরু হতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা। এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন। করোনা আবহে সংক্রমণ রুখতে দুই দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা বন্ধ ছিল। ফলে বাণিজ্য বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছিলেন অনেকেই। সেই কথা মাথায় রেখে বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, "ভারতে করোনা সংক্রমণ কমতে থাকায় সামনের মাস থেকে ঢাকা-দিল্লি এয়ার বাবল চালু হতে পারে। এ নিয়ে আমাদের একটি প্রস্তুতি থাকাও দরকার। সিভিল এভিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আগস্টের প্রথমেই আমরা রিভিউ মিটিং করব। সেখানে এটি নিয়ে আলোচনা হবে।" উল্লেখ্য, 'এয়ার বাবল' চুক্তির সুবিধা নিয়ে পর্যটক ভিসা ছাড়া অন্য সব ক্যাটাগরির ভিসাধারীরা ভারতে যেতে পারতেন। 'এয়ার বাবল' চুক্তির শর্তে ভারতের পক্ষ থেকে আগের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাবেন তাঁদের প্রত্যেককে নতুন করে ভিসা নিতে হবে। এয়ার বাবল সুবিধায় রোগীর সঙ্গী হিসেবে সর্বোচ্চ তিনজনের ভিসা পাওয়া যাচ্ছিল। উভয় দেশের যাত্রীদের জন্য ৭২ ঘণ্টার আগের পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা আবহে গত বছরের ২৮ অক্টোবর থেকে দু'দেশের মধ্যে তিন মাসের জন্য 'এয়ার বাবল' চুক্তির অধীনে এ বিমান চলাচল শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় উভয় দেশ ২৮টি করে ৫৬টি ফ্লাইট পরিচালনা করে। 'এয়ার বাবল' চুক্তির সুবিধা নিয়ে পর্যটক ভিসা ছাড়া অন্য সব ক্যাটাগরির ভিসাধারীরা ভারতে যেতে পারছিলেন। কিন্তু ভারতে করোনা ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় ১৩ মার্চ থেকে দেশটির সঙ্গে স্থল, বিমানসহ সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে করে দুই দেশে প্রচুরসংখ্যক মানুষ আটকে পড়ে। সীমান্ত বন্ধের মেয়াদ ৫ আগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। ভারতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসায় আবার 'এয়ার বাবল' সুবিধা চালুর চিন্তা চলছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ঝাড়খন্ডে বিচারকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ, পদক্ষেপের আশ্বাস সুপ্রিম কোর্টের

ধানবাদ, ২৯ জুলাই (হি. স.) : ঝাড়খন্ডে বিচারকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ। প্রথমে সেটি নিছক দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও সিসিটিভি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই এই ঘটনাকে 'খুন' বলেই মনে করছে পুলিশ। সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনায় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টেও উত্থাপন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামান্না জানান, বিষয়টি নিয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা হয়েছে।

বুধবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের অতিরিক্ত জেলা বিচারক উত্তম আনন্দের। এই ঘটনার একটি সিসিটিভি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার বাঁদিক দিয়েই দৌড়চ্ছেন বিচারক। হঠাৎ পিছন থেকে একটি টেম্পো এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার আগে টেম্পোটি নিজের পথ বদলে সরাসরি বিচারকের দিকে যায়। ভিডিয়ো প্রকাশ হতেই ঝাড়খণ্ডের আইনজীবী ও বিচারক মহল এই ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রমন বলেন, "আমরা এই মামলা শুনেছি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব। ঝাড়খণ্ডের হাই কোর্টের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি।"

বুধবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ভোর ৫টা নাগাদ একটি টেম্পোর ধাক্কায় মৃত্যু হয় উত্তমের। রাস্তার উপরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে এক ব্যক্তি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এদিকে উত্তম বাড়ি না ফেরায় পুলিশের দ্বারস্থ হয় তাঁর পরিবার। তদন্ত করতে গিয়ে উত্তমের মৃত্যুর কথা জানতে পারে পুলিশ। তার পরেই ধানবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয় ঘাতক টেম্পোটির চালক ও সহকারীকে। তাঁরা পুলিশের কাছে জানান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা হয়েছে। কিন্তু সিসিটিভি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই মামলার গতিপথে বদল হয়েছে। ধৃতদের জেরা করছে পুলিশ। বিচারকের উপর কারও আক্রোশ ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন এসএসকেএম

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.): বুধবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। বৃহস্পতিবার দিনভর চলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত শহরজুড়ে। একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতাল। এসএসকেএম হাসপাতাল জলমগ্ন হওয়ায় সমস্যায় রোগীরা। করোনা আবহের মাঝেই জল থইথই এসএসকেএম হাসপাতাল। সারা দিন বৃষ্টির জেরে জল যন্ত্রণায় এসএসকেএম হাসপাতালে সদস্যরাও। এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের সামনে জমে রয়েছে জল। জল জমে থাকায় চরম সমস্যায় রোগী ও তাঁদের পরিবাররা। জল পেরিয়ে রোগী নিয়ে যেতে হচ্ছে সকলকে যার জেরে চরম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিবার বৃষ্টির পর হাসপাতাল চত্বরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। জল যন্ত্রণায় চরম নাকাল রোগীরা। যদিও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা যা করা দরকার সব করা হয়েছে।

হামলাবাজদের ছবি সংবলিত 'পিকচার গ্যালারি' প্রকাশ, তথ্যদাতাকে পাঁচ লক্ষ টাকার পুরস্কার, ঘোষণা অসম পুলিশের

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের লায়লাপুরে আন্তঃরাজ্য সীমান্তে অসম পুলিশের ওপর 'গুলি চালিয়ে হত্যা' করতে প্রকাশ্যে প্ররোচনা দিয়ে বিপাকে পড়েছেন মিজোরামের সাংসদ কে ভানলালভেনা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অসমের সিআইডি সহ সাধারণ পুলিশের উচ্চপদস্থ এক দল দিল্লি ছুটে গেছে। জানিয়েছেন অসমের এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং। এছাড়া আজ একটি 'পিকচার গ্যালারি' প্রচার করা হবে। গ্যালারিতে সেদিনের ঘটনা সংবলিত মিজোরাম পুলিশ কর্মী এবং ওই রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দা, যারা অসম পুলিশ এবং অসমের নাগরিকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল তাদের ছবি থাকবে। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে যে তথ্য দিতে পারবেন বা হামলাবাজদের শনাক্ত করে দিতে পারবেন তাঁকে পাঁচ (৫) লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে জানান এডিজিপি।

গত ২৬ জুলাই দুপুরের দিকে কাছাড় জেলার লায়লাপুরে আন্তঃরাজ্য সীমান্তে অসম পুলিশের ওপর রক্তক্ষয়ী হামলা চালিয়েছিল মিজোরাম পুলিশ এবং ওই রাজ্যের সশস্ত্র বাসিন্দারা। অসমের জমি জবরদখল করার খবরে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসনের বহুজন। তখন মিজোরা অসম পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রথমে পাথর, গুলতি ও পরে ধারালো অস্ত্রসমেত আক্রমণ চালায়। এতেও ক্ষান্ত না থেকে পলকের মধ্যে লাগোয়া উঁচু পাহাড় থেকে লাগাতার প্রায় আধঘণ্টা গুলিবর্ষণ করে মিজো পুলিশ এবং তাদের মদতপুষ্ট দুর্বৃত্তরা। এতে অসম পুলিশের সাত জওয়ান শহিদ হওয়ার পাশাপাশি ৪৩ জন জওয়ান সহ প্রায় ৮০ জন সাধারণ নাগরিক (অসম ভূখণ্ডের) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মিজো দুর্বৃত্তদের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে এখন মুম্বাইয়ে চিকিসাধীন কাছাড়ের পুলিশ সুপার বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকরও। এছাড়া কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির গাড়ি এবং পুলিশের একটি গাড়িতে ভাঙচুর করেছে মিজোরাম পুলিশের মদতপুষ্ট দুর্বৃত্ত বাহিনী।

সেদিন সংগঠিত ঘটনার পর বীরত্ব প্রদর্শন করে মিজোরাম রাজ্যসভার সদস্য কে ভানলালভেনা সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের সামনে অন ক্যামেরা বলেছিলেন, 'প্রায় ২০০ জনের বেশি পুলিশ লায়লাপুরে প্রবেশ করে আমাদের চৌকি থেকে পুলিশকে সরিয়ে দিয়েছিল। আমাদের পক্ষ থেকে গুলিবর্ষণের আগে অসম প্রশাসন গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। তারা ভাগ্যবান আমরা তাদের সবাইকে হত্যা করিনি। যদি এ ধরনের ঘটনা পুনরায় সংঘটিত হয় আমরা তাদের (অসম পুলিশ) সবাইকে গুলি করে হত্যা করব।' জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত বিবৃতিতে ঘুরিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, ২৬ তারিখ অসম পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করতে তিনিই 'প্রভোক' করেছিলেন। কেবল তিনিই নন, মিজোরামের একজন আইজিপিও এই কথা স্বীকার করে সংবাদ মাধ্যমে অন ক্যামেরা স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এই খবর দেখে নড়ে চড়ে বসে অসম পুলিশ।

এর পরই অসম পুলিশ সাংসদ কে ভানলালভেনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে তোড়জোড় শুরু করে। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অসম পুলিশের ওপর রক্তক্ষয়ী হামলা চালানো এবং গোটা ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত থাকার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে মামলা রুজু হয়েছে অসমের ধলাই থানায়। তিনি জানান, গোটা ঘটনা সম্পর্কে কাছাড়ের ধলাই থানায় ২৩৬/২১ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ (বি), ৪৪৭, ৩৩৬, ৩৭৯, ৩৩৩, ৩০৭, ৩০২ এবং আর্মস অ্যাক্ট ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে সরকারি সম্পত্তি আইন, ১৯৮৪-এর ২৫ (১-এ) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং বলেন, 'এটা কোনও একজন সাংসদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়। আইন দেশের প্রত্যেকের জন্য সমান। আমরা আইন অনুসারে এগিয়ে যাচ্ছি। কোনও সম্মানিত নির্বাচিত প্রতিনিধি বা এর মতো কারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, যাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি ঘটনার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। তাই আমরা জমি আইনের বিধি অনুযায়ী যে পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ করেছি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনি ব্যবস্থা নেব।' তিনি বলেন, পুলিশ সুপার পদমর্যাদার দুই অফিসারের নেতৃত্বে সিআইডির এক দল ইতিমধ্যে দিল্লি গিয়ে পৌঁছেছে। রাজ্যসভার কার্যক্রণিকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুলিশের দলটি জিজ্ঞাসাবাদ করবে মিজোরামের সাংসদকে। লায়লাপুরে সংগঠিত ঘটনাবলির তদন্ত প্রক্রিয়া দিল্লিতেও চলছে জানিয়ে এডিজিপি বলেন, মিজো পুলিশকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। বলেন, মিজোরামের সাংসদ বলেছেন, অসম পুলিশই নাকি প্রথমে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল, যা ঢাঁহা মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমাদের কোনও পুলিশ ভ্রাতৃস্বরূপ আরেক পুলিশের ওপর হামলা চালাতে পারি না। তাঁরা যে রাজ্যেরই হোন না-কেন, পুলিশ-তো। মিজো পুলিশ যা করেছে তার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। অসমের ভূমিতে দাঁড়িয়ে অসম পুলিশের ওপর রক্তক্ষয়ী আক্রমণ? অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে তারা।

অসম : কাটিগড়ার নুনছড়ি হারাং পাথর কোয়ারিতে দুটি ডাম্পারের চাকায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের চার রাউন্ড গুলি, তীব্র আতঙ্ক এলাকায়

কাটিগড়া (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : দীর্ঘ বিরতির পর ফের আতঙ্কের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে কাটিগড়ায়। কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার বড়াইল পাহাড়ের পাদদেশ বিহাড়ার নুনছড়িতে সংগঠিত হয়েছে গুলিকাণ্ডের ঘটনা। সন্দেহভাজন কোনও অজ্ঞাত উগ্রপন্থী সংগঠনের গুলিতে পাথরবাহী দুটি ডাম্পারের চাকায় গুলি চালিয়ে গাড়ি দুটিকে অচল করার ঘটনায় গোটা এলাকার জনমনে ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। মিজোরাম সীমান্তে অসম পুলিশের ওপর দুষ্কৃতকারীদের গুলিকাণ্ডের তিনদিনের মাথায় বন বিভাগের কালাইন রেঞ্জের বিহাড়া নুনছড়ির হারাং পাথর কোয়ারিতে আজ বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ২.৩০ মিনিট নাগাদ আচমকা গুলিবর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজ সকালে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হারাং পাথর কোয়ারিতে পথর সংগ্রহ করতে কয়েকটি ডাম্পার প্রবেশ করেছিল। কিন্তু দুপুর আড়াইটে নাগাদ হঠাৎ করে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী কোয়ারিতে জড়ো হয়ে ডাম্পারের চাকা লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে দুটি ট্রাকের ১০টি চাকা ঝাঝড়া হয়ে গেছে। ট্রাক দুটির নম্বর যথাক্রমে এএস ১০ সি ৬৯২৯ এবং এএস ১০ এসি ৮৫৫৫। হঠাৎ করে বন্দুকধারীদের আক্রমণে কোয়ারিতে অবস্থানকারী ডাম্পারের চালক খালাসি, একাংশ শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা পালিয়ে রক্ষা পান। তবে এই গুলিকাণ্ডে জখম বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়া এমজেড ০৫ ৮৯৯০ এবং এএস ১০ এসি ১২৫৪ নম্বরের দুটি পাথর বোঝাই ট্রাককে অক্ষত অবস্থায় আটক করে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর আটক ট্রাক দুটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে পাথর ব্যবসায়ী সূত্রে জানা গেছে, গুলিকাণ্ডের এই আতঙ্কজনক ঘটনার পর থেকেই আটজন চালক ও খালাসির কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অজ্ঞাতপরিচয় তথাকথিত উগ্রপন্থীদের গুলি ছোঁড়ার ঘটনায় সমগ্র নুনছড়ি এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় মানুষ এদিক সেদিক দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। এক অসমর্থিত সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, বিহাড়ার নুনছড়ি হারাং কোয়ারির জনৈক পাথক ব্যবসায়ীকে ২৫ লক্ষ টাকার ডিমান্ড নোট পাঠিয়েছিল একটি জঙ্গি সংগঠন। ব্যবসায়ী মহলে বিষয়টি নিয়ে চুপিসারে চর্চা চলছে। যদিও ডিমান্ড নোটের বিষয় গোপন রাখা হয়েছে। তাছাড়া ডিমান্ড নোটের বিষয় সরাসরি স্বীকার করেননি রেঞ্জ অফিসার পিংকু সিং। তিনি বলেন, কালাইনে দায়িত্ব গ্রহণের পর গত তিন বছরের মধ্যে এ ধরনের কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি। ডিমান্ড নোটের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। ব্যবসায়ী তথা মহালদের মধ্যে এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে থাকলে সেটা পুলিশ খতিয়ে দেখবে। হারাং কোয়ারির বিট অফিসার কাজল সেন আজ সংগঠিত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে এফআইআর দাখিল করেছেন বলে জানান রেঞ্জ অফিসার পিংকু সিং।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত গোটা এলাকাজুড়ে উগ্রপন্থী সংগঠন ডিএইচডি-র দুটি গ্রুপের তৎপরতা ছিল লক্ষ্যণীয়। এক সময় সমগ্র বিহাড়া এলাকা উগ্রপন্থীদের করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিহাড়া রেলওয়ে কংক্রিট ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বিশ্ব শর্মাকে উগ্রপন্থীরা অপহরণ করে টাকা আদায় করেছিল। কালাইন চা বাগানের সহকারী ম্যানেজারের ৩ বছরের শিশুকন্যা হর্ষিকা শেখাওয়াতকে অপহরণ করে উগ্রপন্থীরা বিহাড়ার উপর দিয়ে নিয়ে যায়। কালাইন চা বাগানের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার চিন্ময় পালকে অপহরণ করে হত্যা করার পাশাপাশি পাথর ব্যবসায়ীদের অপহরণ, পাথরবোঝাই ১৩টি ডাম্পার আটক করা সহ একাধিক উগ্রপন্থা কার্যকলাপে রীতিমতো আতঙ্কপ্রবণ এলাকায় পরিণত হয়ে উঠেছিল নুনছড়ি, কালাইন, সিন্দুরা, আইলাথল এলাকা। তখনকার সময় এ ধরনের ঘটনার পর আতঙ্কের মাত্রা এতটাই গভীরভাবে প্রশাসন ও জনগণকে তাড়া করত যে প্রতিটি ঘটনার পর সেনাবাহিনীর বিশাল দল সারা রাতব্যাপী বড়াইল পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে সাঁড়াশি অভিযান চালাতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারের সঙ্গে অস্ত্রবিরতি চুক্তি হওয়ার পর এলাকায় শান্তির পরিবেশ ফিরলে জনমনে স্বস্তির বাতাবরণ ফিরে আসে।

কিন্তু দীর্ঘ বছর নীরবতা তথা শান্তিকামী পরিবেশের ধারা অব্যাহত থাকলেও আজ হঠাৎ করে গুলিকাণ্ডের ফলে ফের এলাকার জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ২০০৮ সালের পর সম্পূর্ণভাবে শান্তি ফিরেছিল গোটা অঞ্চলে। আজকের ঘটনায় কোন উগ্রপন্থী সংগঠন জড়িত তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

এদিকে রাতের অন্ধকার নেমে পড়ায় এ পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় পৌঁছায়নি। বিহাড়া আউট পোস্টে উপস্থিত রয়েছেন কাটিগড়ার ওসি মনোজ নার্জারি, বিহাড়ার ইনচার্জ লাবণ্য বড়ো, কালাইন পিআইসি-র ইনচার্জ সারসিং তেরং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। ওসি নার্জারি জানিয়েছেন, পুলিশ গুলিকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে। শীঘ্রই ঘটনার রহস্য উদঘাটন হবে বলে আশাবাদী পুলিশ। বিহাড়া নুনছড়ি হারাং পাথর কোয়ারিতে সংগঠিত গুলিকাণ্ডের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি স্থানীয়দের তরফে সেনাবাহিনীকে জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

কাটিগড়ার ওসি মনোজ নার্জারি জানান, বিট অফিসার কাজল সেনের দাখিলকৃত এফআইআরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে স্পর্শকাতর ঘটনাটির তদন্ত প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পাথর কোয়ারির আব্দুল মুনিম বড়ভুইয়াঁ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বয়ান নথিভুক্ত করে প্রয়োজন সাপেক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হতে পারে। তাই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে আতঙ্কজনক ঘটনার উৎস সমূলে উৎখাত করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশী স্থানীয় জনগণ।

সপ্তাহান্তে সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা কেরলে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রীয় দল

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ জুলাই (হি.স.) : করোনার তৃতীয় ঢেউ কবে আসতে পারে তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছে। এর মধ্যেই চিন্তা বাড়িয়েছে কেরলের পরিস্থিতি। হু হু করে সংক্রমণ বেড়েছে দক্ষিণী রাজ্যে, তা দেখে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় দল পাঠানো হচ্ছে কেরলে। এই পরিস্থিতিতে এবার শনিবার ও রবিবার অর্থাৎ সপ্তাহান্তের সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল পিনারাই বিজয়ন প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে জানিয়েছেন, কেন্দ্রের ৬ জন সদস্যের দল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেরল যাচ্ছে। রাজ্যে বাড়তে থাকা সংক্রমণ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলা পিনারাই বিজয়ন সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে তা খতিয়ে দেখতেই ওই প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্র।

গত ২৪ ঘণ্টায় কেরলে আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজারেরও বেশি। দেশের মোট সংক্রমিতের অর্ধেকের বেশি এই রাজ্যেরই বাসিন্দা। সম্প্রতি আইসিএমআর-র পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, ১৪ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত সময়কালের হিসেবে কেরলের ৪৪.৪ বাসিন্দাদের শরীরে কোভিড অ্যান্টিবডি রয়েছে। যা দেশের অন্য সব রাজ্যের থেকে কম। এছাড়াও দ্রুত হারে করোনার সংক্রমণের সূচক 'আর ভ্যালু'ও বাড়ছে রাজ্যে। সমস্ত পরিসংখ্যানের দিকে নজর রেখেই উদ্বিগ্ন প্রশাসন তাই লকডাউনের দিকেই যেতে চাইছে।

তবে কেরলের পরিস্থিতি ভয়াবহ হলেও দেশের বাকি রাজ্যগুলিতে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে সংক্রমণ। বৃহস্পতিবারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ হাজার ৫০৯ জন।

অসম : লায়লাপুরে মিজো আক্রমণে শহিদ পুলিশ কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি করিমগঞ্জ কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী অঞ্চল লায়লাপুরে গত ২৬ জুলাই মিজো দুর্বৃত্তদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে শহিদ পুলিশ কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস। আজ বৃহস্পতিবার সকালবেলা দলীয় সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শহিদ পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় দলীয় কার্যালয়ে লায়লাপুরের রক্তক্ষয়ী ঘটনায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক প্রার্থনাসভারও আয়োজন করা হয়। সে অনুযায়ী করিমগঞ্জ কংগ্রেসের জেলা সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে এক প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে শহিদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়। তার পর একে একে জেলা কংগ্রেসের সকল কর্মকর্তা শহিদ বীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রার্থনা সভায় সকল বক্তা লায়লাপুর কাণ্ডের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য মিজোরাম সরকারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও অত্যন্ত স্পর্শকাতর সীমা বিবাদের বিষয়টির স্থায়ী সমাধানের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন রাখেন জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। বরাক উপত্যকার তিন জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে সেনা মোতায়েন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার কাছে আবেদন জানান কংগ্রেস নেতাগণ।

আজকের প্রার্থনা সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী জোতির্ময় দাস, আব্দুল কালাম তাপাদার প্রমুখ। এছাড়া উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি উত্তম মজুমদার, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র শুভংকর দাস, শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সংঘমিত্রা দাস, প্রদীপ কুরি, নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ, অসীম দেব, রিনা দাস চক্রবর্তী, সন্দীপ নন্দি, ভিকি কুরি প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়ায় শিশুর মৃত্যু নিয়ে গুজবের স্পষ্টিকরণ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর

আগরতলা, ২৯ জুলাই।। একটি শিশুর মৃত্যু নিয়ে গুজবের জবাব দিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। সংবাদে প্রকাশ বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়ায় একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর পর একটি অংশ থেকে গুজব ছড়ানো হয়েছে যে শিশুটির মা করোনার টিকা নিয়েছিলেন এবং তার জন্যই নাকি শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে এই বিষয়ে তথ্য তল্লাসি করে জানা গিয়েছে, যে ওই শিশুটি গত সাত আট দিন যাবৎ জ্বরে আক্রান্ত ছিল। শিশুটিকে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি। স্থানীয় ভাবে ওষুধের দোকান থেকে কিনে পেরাসিটিমল খাওয়ানো হয়। ক্রমেই শিশুর শারিরীক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং বৃহস্পতিবার শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। শিশুর মৃত্যুর সাথে তার মায়ের করোনা টিকা নেওয়ার কোন যোগাযোগ নেই। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক থেকে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্তনদায়ী মায়েরাও করোনার টিকা নিতে পারবেন। তাই এরাজ্যেও কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনেই করোনার টিকা দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ওই শিশুর মৃত্যুর পর মায়ের করোনা টিকা নেয়ার বিষয়টিকে যুক্ত করে যে গুজব ছড়ানো হয়েছে তা মোটেই কাম্য নয় বলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

এমজিএন রেগা ঃ বিশালগড়ে রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। চলতি অর্থবছরে বন দপ্তরের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন রে' এলাকায় এম জি এন রেগার মাধ্যমে রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপনের কাজ চলছে। বিশালগড় মহকুমাধীন বন দপ্তরের ফরেস্ট বীট এলাকায় এ পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এলাকায় ১০ হাজার ৪০০টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ লাগানো হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২৬ লক্ষ টাকা। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের প্রথম গেইট থেকে বিশালগড় পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার এলাকায় ৪ হাজার চারা গাছ লাগানো হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। ভুঁইয়ার মাথা থেকে রাস্তার মাথা পর্যন্ত ২ কিলোমিটার এলাকায় ৮০০ টি চারা গাছ লাগাতে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। কমলাসাগর থেকে কসবা কালীবাড়ি পর্যন্ত ২ কিলোমিটার এলাকায় ৮০০টি চারা গাছ লাগাতে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। চড়িলাম বাজার থেকে পরিমল চৌমুহনী পর্যন্ত ৪ কিমি এলাকায় ১,৬০০টি চারা গাছ লাগাতে ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ টাকা। বিশ্রামগ' এস পি অফিস থেকে পাথালিয়াঘাট পর্যন্ত কিলোমিটার এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির ৩,২০০টি চারা গাছ লাগাতে ব্যয় হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা। বন দপ্তরের বিশালগড় মহকুমা কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গুরু পূর্ণিমা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ৩০ জলাই সোনামুড়া টাউন হলে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয় এবং সিপাহীজলা জিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী কিশোর বর্মন, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবব্রত ভ-াচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। উল্লেখ্য, কোভিড বিধি মেনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে বহিঃরাজ্যে নিয়ে গিয়ে যুবতিকে রাতভর গণধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ জুলাই।। প্রেমের ফাঁদে ফেলে বহিঃ রাজ্যে নিয়ে গিয়ে যুবতিকে রাতভর গণধর্ষণ ।আটক অভিযুক্ত ধর্ষনকারী মতিউর রহমান (২৩)।অপর অভিযুক্ত ধর্ষণকারী পলাতক ।কদমতলা থানার পুলিশ একটি ধর্ষণের মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ।আজ ধৃত ধর্ষণকারীকে পুলিশি রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মতিউর রহমান পিতা আজিজুর রহমান বছর ১৯ শের এক যুবতীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বহিঃ রাজ্যে নিয়ে গিয়ে গনধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। নির্যাতিত যুবতীর অভিযোগ, অভিযুক্ত মতিউর রহমান বিগত এক বছর যাবত যুবতীর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে যাচ্ছিল ।গত মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ প্রেমের ইতি টেনে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে যুবতীকে অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাতারকান্দি নিয়ে যায় মতিউর রহমান। সেখানকার একটি হোটেলে অবস্থান করে যুবতী ও প্রেমিক মতিউর। তখন ওই এলাকার আরেক যুবক মতিউরের সঙ্গ দেয়। কিন্তু সেই যুবককে কিনতে পারেনি ধর্ষিতা যুবতী। ঐদিন রাত্রিবেলা বলপূর্বক যুবতীর উপর রাতভর গণধর্ষণ চালায় প্রেমিক মতিউর ও তার সঙ্গে থাকা অপর যুবক। পরেরদিন বুধবার পাতারকান্দি এলাকায় যুবতীকে একা রেখে গাড়ি নিয়ে আসার বাহানায় অভিযুক্ত দুই ধর্ষনকারী পালিয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে ধর্ষিতা যুবতী তার মাকে ফোন করলে গ্রামবাসী সহযোগে পাতারকান্দি থেকে ধর্ষিতা যুবতীকে উদ্ধার করে তার পরিবারের লোকজন। তারপর কদমতলা থানায় একটি ধর্ষণের মামলা দায়ের করে ধর্ষিতা যুবতী। কদমতলা থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ৪৩ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬/৩৭৬(ডি)/আইপিসি ধরায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে পড়ে। তারপর অভিযুক্ত ধর্ষণকারী প্রেমিক মতিউর রহমানকে কদমতলা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আজ ধৃতকে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।পাশাপাশি অপর ধর্ষনকারী পাতারকান্দির যুবক বর্তমানে পলাতক বলে জানা গেছে। তবে ধৃত মতিউর রহমানকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ অপর অভিযুক্ত ধর্ষণকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হবে।

ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯শে জুলাই।। করোনা আবহে চুরি, ছিনতাই নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সন্ধ্যায় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা আউট পোষ্টের গুপি চৌমূহনী এলাকার জনৈক ক্ষুদ্র রাবার ব্যবসায়ী অনিল দাস ও রঞ্জিত পাল নিজস্ব বাইকে চেপে বিশ্রামগন যাওয়ার পথে কড়ুইয়ামুড়া স্কুল সংলগ্ন রাজিবনগর এলাকা এলাকায় যাওয়া মাত্র সুবল দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে তাদের বাইক আটক করে। তারপর অন্য যায়গা থেকে রাবার কেনা যাবে না বলে ধমকিয়ে তাদের কাছ থেকে ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য বাইক চালক অনিল দাসের ছেলে রূপক দাস উদয়পুরে সাংবাদিকতার কাজে যুক্ত। পরবর্তীতে আহত রনজিৎ পালকে টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং বাগমা থানার ও সি খোকন সাহা অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।এবং সুবল দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন ,আগামী কাল অভিযুক্ত সুবল দেববর্মাকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

উদয়পুরে গুরু পূর্নিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৯ শে জুলাই।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের গোমতি জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় গুরু পূর্নিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এই গুরু পূর্নিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ উদ্ভোধন করেন ৩১ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। এছাড়া গুরু পূর্নিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দজী মহারাজ, উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ গুরু প্রসাদ রায় প্রমুখ। বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন গুরুদের মধ্যে বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দজী মহারাজ, উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ গুরু প্রসাদ রায়, গোবিন্দ রিয়াং, রজত ভট্টাচার্য, প্রিয়লাল লস্কর কে সংবর্ধনা জানানো হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সবার আগে আমাদের প্রয়োজন জীবনের সুরক্ষা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজ্যে ১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণের লক্ষ্যে ৩১ জলাই পর্যন্ত বিশেষ অভিযানের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যে কোভিড টিকাকরণে অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। আজ গোমতী জেলার কিল্লা ব্লকের তিনটি কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ মুখ্যমন্ত্রী গোমতী জেলার রাইয়াবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, এসবি নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও দেওয়ানবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রয়োজনে টিকাকরণ কর্মসূচির প্রাত্যহিক সময়সীমা বাড়িয়ে সবার কাছে টিকা গ্রহণের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়াও যারা এখনও টিকা গ্রহণ করেন নি তাদেরকে চিহ্নিত করে কোভিড টিকা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ারও নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী টিকাকরণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সবার আগে আমাদের প্রয়োজন জীবনের সুরক্ষা। প্রত্যেকের জীবনের নানান কর্মব্যস্ততার মাঝেও সুযোগ করে টিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ফুটবল খেলা বা জমিতে কাজ, দুদিন বাদেও করা যেতে পারে। কিন্তু টিকা সঠিক সময়ে নেওয়া প্রয়োজন। আর তাই কোভিড অতিমারীতে রাজ্যব্যাপী এই বিশেষ টিকাকরণ কর্মসুচির সুযোগ নিয়ে নিজেকে এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে কোভিড টিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণ এখনও সম্পর্ণ শেষ হয়ে যায় নি। পূর্ব অভি'তা থেকে আগামীর জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনার ত'তীয় ঢেউ আসবে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এরজন্যই প্রয়োজন এই টিকা গ্রহণ করা। করোনাকে ভয় না পেয়ে তার থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে টিকাকরণই অন্যতম পথ। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ১৮ উর্দ্ধদের টিকাকরণের মাধ্যমে রাজ্যে ১০০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্য পূরণে সাফল্য আসবে।

ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরে পূজো দিলেন তৃণমূলের মন্ত্রী ও নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯জুলাই।। আই প্যাকের ২৩ কর্মীর প্রতি বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ কতৃর্ক নজর বন্দি রাখার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল ত্রিপুরায় আসেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক ও সি পি এম ত্যাগ করা তৃণমূল রাজ্য সভার সাংসদ তথ্য টি টি আই এন টি ইউ সি পশ্চিম বঙ্গ সভাপতি ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়। আজ উল্লিখিত তৃণমূল নেতৃত্ব উদয়পুরে অবস্থিত একান্ন পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরের পূজো দিতে আসেন। বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। বর্তমান রাজ্য সরকার স্বৈরতান্ত্রীক ও স্বৈরাচারি সরকার বলে উল্লেখ করেন বৃহস্পতিবার উদয়পুর মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে আসা তৃণমূল মন্ত্রী ও নেতৃত্ব। আজ স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই কথা গুলি বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক, এছাড়াও মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে আসেন পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়।মায়ের মন্দিরে পূজা দিয়ে কল্যান সাগর মায়ের দীঘিতে মাছ এবং কচ্ছপকে খাবার দিয়ে ভি আই পি রুমে এসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব জানান আগামী ২০২৩ শে বিধানসভার নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। আইপ্যাক সার্ভের টিমের সদস্যদের যেভাবে রাজ্যের হোটেলে আটকে রেখে পরবর্তী সময়ে মামলা করার ঘটনাও জামিন পাওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। পশ্চিম বঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয়ঘটক বলেন অত্যাচারীদের পাশে যেমন থাকবে তেমনি লড়াইয়ের পাশেও তৃণমূল কংগ্রেস আছে, ছিলো থাকবে। পাশাপাশি গত কাল সন্ধ্যারাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের সাথে দেখা করার বিষয় সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলে মলয় বাবু বলেন ওয়েট এন্ড সি বলে মুচকি হাসেন এবং মলয়বাবু ক্যামেরার সামনে সাংবাদিকদের কিছু না বললেও আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন সুবল ভৌমিক তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে অতি শীঘ্রই এবং সন্ধ্যায় সুবল ভৌমিক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ফলে তৃণমূল কংগ্রেস আলাদা অক্সিজেন পেলো বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

অসমে আশ্রিত দামছড়ার শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ জুলাই।। পার্শবর্তী রাজ্য অসমের পাথারকান্দির বালিপিপলা জিপির মানিকবন্দে থাকা অস্থায়ী শরণার্থী শিবির আজ পরিদর্শন করলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।গত ২৬ জুলাই উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার দামছড়া এলাকার ভাইপুতে দুটি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে সেখান থেকে প্রাণ রক্ষার্থে পালিয়ে আসা চরাই ও হালাম জনজাতির সহস্রাধিক লোকেরা বর্তমানে পাথারকান্দির বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।মানবিক দৃষ্টিাকোন থেকে এসব আশ্রিতাদের খোঁজ নিতে আজ সানীয় বিধায়ক কৃষেঞ্চন্দু পাল মানিকবন্দস্থিত অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে উপস্থিত হন।এবং এখানে অবস্থানরত শরণার্থী মানুষের সাথে বার্তালাপ করেন।এবং তাদের কাছ থেকে দুটি গোষ্ঠীর সংঘর্ষ জনিত ঘটনার খুটিনাটি সম্পর্কে অবগত হন।পরে তিনি শিবিরে থাকা মহিলাদের মধ্যে ব্যক্তিগত তহবিলের টাকায় বস্ত্র বন্টন করেন।তাছাড়া বিধায়ক বলেন উক্ত ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও অবগত রয়েছেন।বিষয়টি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সাথেও আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত।একিসাথে শরণার্থী শিবিরে যাতে খাদ্য সামগ্রীর অভাব দেখা না দেয় সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের সাথেও কথা বলেছেন বিধায়ক শ্রী পাল।পরে বিধায়ক ও ত্রিপুরা প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে এ মর্মে একপ্রস্থ আলোচনা হয়।বিধায়ক বলেন ব্রু শরণার্থীদের রোষানলে পড়ে আজকের দিনে ঘরছাড়া হয়েছেন ত্রিপুরার ভুমিপুত্র তথা পাহাড়ি জনজাতীর বিভিন্ন বয়ষের লোকেরা।তারা যাতে শীঘ্রই সুবিচার পান সে ব্যাপারে তিনি ফের একবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানাবেন।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

অফিসে নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান কোন দপ্তরের কর্মকর্তারা। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া বনদফতরের এক আধিকারিক জানান,গাড়ি এবং গাড়িতে থাকা অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠের বাজারমূল্য প্রায় আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকা।তিনি জানান, আগামী দিনেও বনদপ্তরের কর্মীদের এরকম অভিযান জারি থাকবে।

নিশ্চিহ্নের পথে

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে থাকেন। সেই অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ ত্রিপুরা সরকারের কাছে চিঠি এসেছে। আগামী ২ অগাস্ট দুপুর ১২টা নাগাদ রাজ্যে এসে প্রথমেই তিনি সড়ক পথে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে যাবেন। সেখান থেকে আগরতলায় ফিরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবেন। ওইদিনই বিকেলের বিমানে তিনি কলকাতা ফিরে যাবেন।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

আটক করা হয় সবজি বাজারে। উপস্থিত জনগণের সামনে তল্লাশি চালিয়ে বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত যুবককে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃত রাহুল মিয়া এর আগেও এন ডি পি এস মামলায় জড়িত ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডেপুটেশন

● আটের পাতার পর

নেটওয়ার্কের কারনে ঠিকভাবে ক্লাস করা সম্ভবপর হয় নি সেখানে আগামী এক মাসের মধ্যে ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা দেওয়া কোনও ভাবেই সম্ভব নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে তারা। তাই এই সময়ে অফলাইনে পরীক্ষা না নিয়ে বিকল্প হিসেবে এসাইনমেন্ট এর মাধ্যমে ও ইন্টারনেল পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এদিন দাবী জানায় ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীরা।

এদিকে এই বিষয়ে এদিন উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সুধন দেবনাথকে জিজ্ঞেস করলে উনি জানান এই বিষয়ে উনি উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সহ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবগত করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করেন, তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন এবং কেনই বা এসেছেন। পুলিশও একই ভূমিকা পালন করেছে, পিঠ চাপড়ে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন, আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

আজ মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় হটাত তৃণমূলের সক্রিয় গতিবিধি নিয়ে প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, উন্নয়নই ত্রিপুরা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেদিকেই নজর রেখেছি আমরা। তিনি বলেন, দীর্ঘ বাম শাসনে ত্রিপুরায় শুধু নেতিবাচক মানসিকতা তৈরী হয়েছে। আজ সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে। ত্রিপুরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, যুব প্রজন্ম এখন স্বনির্ভর হচ্ছে।

পথ দেখাবে

● আটের পাতার পর

শিক্ষানীতির অন্তর্গত ন্যাশনাল ডিজিটাল এডুকেশন আর্কিটেকচার এবং ন্যাশনাল এডুকেশন টেকনোলজি ফোরাম পদ্ধতি দেশের ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষার্থীদের উন্নততর ও ভালো শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগে বিদেশে যেতে দেখা যেত। কিন্তু এখন দেশবাসী দেখবে যে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশের ছাত্রছাত্রীরাও ভারতে আসবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিকস্তরে শিক্ষা গ্রহণে মাত'ভাষায় বা স্থানীয় আ'লিক ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে বলে প্রধানমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশে ৩ লক্ষ্যের উপর এমন বাচ্চা রয়েছে যাদের শিক্ষার জন্য সংকেতিক ভাষার প্রয়োজন। তাদের জন্য নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ল্যাঙ্গয়েজ নামক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি শুরু থেকে কার্যকর করার পরও শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণে দেশের সমস্ত শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অংশগ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ল্যাঙ্গয়েজ, দীক্ষা, নিষ্ঠা ২.০ সফল, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অব ক্রেডিট, ন্যাশনাল ডিজিটাল এডুকেশন আর্কিটেকচার, ন্যাশনাল এডুকেশন টেকনোলজি ফোরাম ইত্যাদি কর্মসূচিগুলি চালু করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

স্বাভাবিক হলে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে, ওই ফলাফলে যারা সন্তুষ্ট হবে না, তাদের সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা নেওয়া হবে, জানান তিনি।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা দেওয়ার দিন চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ৩১ জুলাই শনিবার দুপুর ১২টায় ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, এবছর মাধ্যমিকে ৪৬৬১৩ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ২৭২০৫ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এছাড়া, মাদ্রাসা আলিম ৯৮ জন ও মাদ্রাসা ফাজিল ২৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

তাঁর দাবি, করোনার প্রকোপে প্রথমে পরীক্ষা স্থগিত ও পরে বাতিল করা হয়েছিল। তিনি বলে, ১ মে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা স্থগিত রাখার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্ত, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় ১৬ মে সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল। তেমনি, ফলাফল ঘোষণা করার জন্য ২১ জুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

তাঁর কথায়, রেগুলার, এক্সটার্নাল, কম্পার্টমেন্টাল সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ওইদিন ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হবে। শুধু উচ্চ মাধ্যমিকে ৫৬ জনের ফলাফল ওইদিন ঘোষণা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তারা একটি বিষয়ে পরীক্ষা দেবে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ওই ৫৬ জনের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ফলাফলে যারা সন্তুষ্ট হবে না, তাদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্ত, তাদের অঙ্গীকার করতে হবে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত হিসেবে তারা মেনে নেবে। এক্ষেত্রে কারোর নম্বর কমে গেলে তাদের সেটা মানতে হবে।

বিপ্র ঘোষ

● প্রথম পাতার পর

স্টাফদের অক্লান্ত সহায়তা পেয়েছে বিপ্র। চিকিৎসকরা যতবার গিয়েছেন বিপ্রের কাছে, মনে হয়েছে, সে জিতে যাবে।

ওষুধ, ফিজিওথেরাপি বিভাগের সাহায্য, বেরিয়ার নার্সিং-চিকিৎসকদের হাতে যা ছিল তা দিয়েই তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মাত্র তো একটা ১৪ বছরের ফুটফুটে বাচ্চা শিশু। বুধবার সকালে এআইসিইউ-তে ঢুকেই চিকিৎসকের মনে হলো, ঈশ্বর তুমি মহান! অনেক ধন্যবাদ সকলকে। চিৎকার করে বললেন, ওই দেখো, বিপ্র হাঁটছে! মনে এতটুকু সন্দেহ না রেখে নিশ্চিত, আরও সময় লাগবে ওর সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে। কিন্তু, বিপ্রের এই যুদ্ধে জয়ী হওয়াটা চিকিৎসকদের জন্য অসাধারণ প্রাপ্তি। এত সাধারণ একটি পরিবারের সন্তানের পক্ষে এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে সুস্থ হয়ে ওঠাটা কিন্তু আপামর জনসাধারণের জন্য বেশ সুখের। খুব প্রতীকী।

অবাক করার মতো ঘটনা, কোনও সুপারিশ ফোন আসেনি। কেউ হম্বিতম্বি করেননি। শুধু সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা, আন্তঃবিভাগীয় তালমিল ও নার্সিঙের মরমীয়া স্পর্শই ফিরিয়ে দিয়েছে বিপ্রের জীবন। আজ সারাদিনে কিছু নেতিবাচক ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে আপনার জীবনে? ডা. কনক চৌধুরীর এই গল্পটা পড়ুন। আর দেখুন বিপ্রের হাসি!

গল্পের অন্তিম পর্যায়ে সরলতা মাখানো এক প্রশ্ন করলেন ডা. চৌধুরী। আশ্চর্যবোধক প্রতীক কেন দিলাম আগের বাক্যের শেষে? বেঠিক প্রয়োগ? না, বিপ্রের হাসি এখনও মনে হয় যেনো কান্না, তাই। তার তীব্র কষ্টের বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধ মনে করিয়ে দেয় আমাদের সবাইকে, যারা ওর পাশে ছিলাম এই ২২ দিন। আশা করি শত প্রতিকূলতা কাটিয়ে আপনার মনটা কি এই গল্প পড়ে এতক্ষণে অনেকটা ভালো হয়ে যায়নি?

এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই হাজার হাজার চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় রয়েছি। কারণ, কোভিড মোকাবিলায় যখন যমে-মানুষে টানাটানি চলছে, তখন ওই সকল চিকিৎসকরাই প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা সেই প্রাচীর শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন। তাই, কুর্নিশ জানাই তাঁদের।

দুর্ভোগ

● আটের পাতার পর

সিএনজি গ্যাস দিতে এসে বিমুখ হয় ফিরে যেতে হচ্ছে অটো চালকরা। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন অটো চালকরা।তারা জানিয়েছেন, বিশালগড় পেট্রোল পাম্পে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে গ্যাস নিতে পারছেন না অটো চালকরা। বিকল্প বিদ্যুৎ এর কোন ব্যবস্থা নেই এখানে। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে অটোচালকদের মধ্যে। সময় মত গ্যাস না পাওয়ার ফলে বিশালগড় বিওসি হয়ে নারী মঙ্গল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ ধরে লাইনে বসে থাকতে হয় চালকদের। বিশালগড় পেট্রোল পাম্পের বিপরীত পাশে চলছে অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি। রমরমা ব্যবসা চললেও পুলিশ জেনেও না জানার ভান করে চলছে। চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয় অটোচালকদের দাবি অতিসত্বর যেন বিশালগড় পেট্রোল পাম্পে জেনারেটর বসানো হয়। তাছাড়া অবৈধ তেল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন অটো চালকরা।

আই-প্যাক

● প্রথম পাতার পর

ধারায় মামলায় আগাম জামিন নেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। এ-বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হলে আগাম জামিনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্ত, আই-প্যাকের সদস্যদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছে। তিনি বলেন, সিআরপিসি ১৮৮ এবং দুর্যোগ মোকাবিলা আইনে তাঁদের সমন পাঠানো হয়েছিল এবং ১ অগাস্ট হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ। কিন্ত, পুলিশকে সহযোগিতা করার বদলে আজ তারা আদালতের দ্বারস্থ হন এবং আগাম জামিনের আবেদন জানান। অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে।

তাঁর কথায়, ওই মামলায় থানা থেকেই জামিন পাওয়া যাবে। তাঁর বক্তব্য, পুলিশ তাঁদের নোটিশ পাঠিয়ে বলেছিল থানায় গিয়ে কিছু প্রশ্নের দিতে হবে। সাথে কিছু নথি যা রয়েছে তা পুলিশকে দেখাতে হবে। তাঁর দাবি, পুলিশ আই-প্যাকের সদস্যদের গ্রেফতার করেনি। গ্রেফতার করা হলে তবেই জামিনের প্রয়োজন আসে। এক্ষেত্রে পুলিশকে সহযোগিতা করার বদলে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কারণ বোঝা গেল না।

প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে অতনু

টোকিও ২৯ জুলাই (হি. স.) : টোকিও অলিম্পিকে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন বাংলার অতনু দাস। প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তথা প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ইভেন্টের প্রি-কোয়ার্টারে জায়গা করে নিলেন অতনু দাস। টোকিও অলিম্পিকের দ্বিতীয় রাউন্ডে অতনু রুদ্ধশ্বাস শুট-অফে পরাজিত করেন কোরিয়ার ওহ জিনহিয়েককে।

লন্ডন অলিম্পিকের ব্যক্তিগত বিভাগে এবং চলতি টোকিও অলিম্পিকের দলগত বিভাগে সোনা জয়ী জিনহিয়েকের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই চালান অতনু। নির্ধারিত ৫ সেটের পর ম্যাচ দাঁড়িয়েছিল ৫-৫ সেট-পয়েন্টের সমতায়। শুট-অফের একটি তিরে অতনু সংগ্রহ করেন ১০ পয়েন্ট। জিনহিয়েক ৯ পয়েন্ট স্কোর করতেই ম্যাচ জিতে যান অতনু। তার আগে প্রথম রাউন্ডে অতনুর প্রতিপক্ষ ছিলেন চাইনিজ তাইপের য়ু-চেং ডেং। পাঁচ সেটের উত্তেজক লড়াইয়ে যাঁকে ৬-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে দেন ভারতীয় তিরন্দাজ। প্রথম দু''টি রাউন্ডে যে রকম পারফর্ম্যান্স মেলে ধরলেন অতনু, তাতে তাঁর পদক জয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হল।

এদিন অতনুকে উৎসাহ দিতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন স্ত্রী দীপিকা কুমারী। অতনু বলেন, "নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখতে চেষ্টা করছিলাম। বেশ কঠিন লড়াই ছিল। হার বা জয় ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না, আমি দ্বিতীয়টাই বেছে নিলাম। আমরা নিজেদের সেরাটা দিচ্ছি। দেখা যাক কী হয়।" প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে অতনু খেলতে নামবেন জাপানের তাকাহারু ফুরুকাওয়ার বিরুদ্ধে। শনিবার খেলতে নামবেন তিনি। পদকের আশায় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা দেশ।

রোয়িংয়ে সেরা স্কোর ভারতের

টোকিও, ২৯ জুলাই (হি. স.) : টোকিও অলিম্পিকে রোয়িংয়ে সেরা স্কোর ভারতের। বৃহস্পতিবার দেশের হয়ে অনন্য নজির গড়লেন ভারতের অর্জুন লাল জাট ও অরবিন্দ সিং জুটি। অলিম্পিকের রোয়িংয়ে প্রথম দশে প্রবেশ করতে পারলেও প্রতিযোগিতায় ১১তম স্থান দখল করলেন তাঁরা। অলিম্পিকে রোয়িংয়ে প্রথম দশে প্রবেশ করতে না পারলেও ভারতের হয়ে এই ইভেন্টে এত বড় সাফল্য এই প্রথম এসেছে।

টোকিও গেমসের লাইটওয়েট ডাবল স্কালস ইভেন্টের ফাইনাল 'বি' রাউন্ডে পঞ্চম হলেন অর্জুন লাল জাট ও অরবিন্দ সিং জুটি। সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতায় ১১তম স্থান দখল করলেন তাঁরা। তবে এই ফল ভারতের ঝুলিতে কোনও পদক এনে দিতে না পারলেও, ভারতের সামনে একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। রোয়িংয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করবে ভারত। এদিনের অর্জুন লাল জাট ও অরবিন্দ সিং-এর ফলাফল ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন দেশের ক্রীড়াপ্রেমীরা।বৃহস্পতিবার রোয়িংয়ের লাইটওয়েট ডাবল স্কালস ইভেন্টে ফাইনাল বি রাউন্ড শেষ করতে ভারতীয় জুটি নিয়েছে ৬ মিনিট ২৯.৬৬ সেকেন্ড সময়। ৬ দলের ওই প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান দখল করেন অর্জুন লাল জাট ও অরবিন্দ সিং। দুই ফাইনাল (এ ও বি) মিলিয়ে ১১তম স্থানে প্রতিযোগিতা শেষ করে ভারতীয় জুটি। এদিনের লাইটওয়েট ডাবল স্কালস ইভেন্টে আয়ারল্যান্ড জিতেছে সোনার পদক। জার্মানি জিতেছে সিলভার ও ব্রোঞ্জ জিতেছে ইতালি। ভারতের অর্জুন লাল জাট ও অরবিন্দ সিং ১১ নম্বরে শেষ করলেও, ভারতের প্রত্যেকে তাদের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। এর আগে অলিম্পিকের রোয়িং ইভেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারেনি ভারত। ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকে পুরুষদের ডাবল স্কালস ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ১৮তম স্থানে শেষ করেছিলেন ভারতের মনজিৎ সিং ও সন্দীপ কুমার। সে দিক থেকে দেখতে গেলে অর্জুন ও অরবিন্দরা অনেকটাই সফল।

টৌকিও অলিম্পিকে ভারতকে পদক জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বক্সার সতীশ

টোকিও ২৯ জুলাই (হি. স.) : টোকিও অলিম্পিকে ভারতকে পদক জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বক্সার সতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার জামাইকার রিকার্ডো ব্রাউনকে ৪-১ উড়িয়ে টোকিও গেমসের শেষ আটে পৌঁছে গিয়েছেন সতীশ। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর সামনে উজবেকিস্তানের বাখোদির জালোলোভ। তাঁকে হারালেই নিশ্চিত হবে পদক। তবে চ্যালেঞ্জটা অনেক কঠিন। ৩২ বছরের সতীশ যদিও ভয়ডরহীন মেজাজেই রয়েছে। প্রতিপক্ষ যতই কঠিন হোক, সতীশ নিজের লক্ষ্যে স্থির। কোয়ার্টার ফাইনালে সতীশের প্রতিপক্ষ বাখোদির জালোলোভ দুরন্ত ছন্দে আছেন। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আজেরবাইজানের বক্সারকে ৫-০ উড়িয়ে দিয়েছেন। উজবেক জালোলোভ এই মহূর্তে এশিয়া এবং বিশ্বের সেরা বক্সার। উজবেক বক্সারকে কখনও হারাতে পারেননি সতীশ। গত ইন্ডিয়া ওপেনে অবশ্য জালোলোভের বিরুদ্ধে ভালো লড়াই চালিয়েছিলেন। অতীত নিয়ে ভাবতে চান না সতীশ কুমার। উজবেক বক্সারকে হারিয়ে বরং পদক নিশ্চিত করাই তাঁর পাখির চোখ। সেনাবাহিনীতে সিপাইয়ের পদে কর্মরত সতীশ। ২০১১ তে সিনিয়র জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জেতেন। পরের বছরই ফাইনালে প্রবীম কুমারকে হারিয়ে সোনা জেতেন। ২০১৪ এবং ২০১৫তে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জেতেন সতীশ। চোটের জন্য গত রিও অলিম্পিক থেকে ছিটকে যান। ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জেতেন সতীশ। গত বছর টোকিও অলিম্পিকে ৯১ কেজি বিভাগে ছাড়পত্র পান।

কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু

টোকিও, ২৯ জুলাই (হি. স.) : টোকিও অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার প্রি-কোয়ার্টারের লড়াইয়ে বিশ্বের ১২ নম্বর তারকা ডেনমার্কের মিয়া ব্লিচফেল্ডকে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করেন টোকিওয় ৬ নম্বর বাছাইয়ের মর্যাদা পাওয়া পুসারলা।
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ভারতীয় তারকা প্রথম গেম জিততে সময় নেন

২২ মিনিট। তিনি দ্বিতীয় গেম পকেটে পোরেন মাত্র ১৯ মিনিটে। ৪১ মিনিটের লড়াইয়ে সিন্ধু জিতে নেন ২১-১৫, ২১-১৩ গেমে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন সিন্ধু। শেষ আটে সিন্ধু কোর্টে নামবেন টুর্নামেন্টের চতুর্থ বাছাই জাপানি তারকা আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে। ইয়ামাগুচি এই মুহূর্তে বিশ্বের ৫ নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা। সিন্ধুর বিশ্বব্যাঙ্কিং এই মুহূর্তে ৭। সুতরাং বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ে নিজের থেকে এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই চালাতে হবে রিও অলিম্পিকের রুপো জয়ী ভারতীয় তারকাকে।

পারলেন না মেরি, লড়াই করেও নিলেন বিদায়

টোকিও, ২৯ জুলাই (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বক্সিংয়ে ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেরি কম পরাস্ত হয়ে এবারের অলিম্পিক থেকে বিদায় নিলেন। মহিলা ফ্লাইওয়েটের প্রথম ম্যাচে ডমিনিকান রিপাবলিকের মিগুয়েলিনা হার্নান্দেজের চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে শেষ ষোলোতে পৌঁছেছিলেন মেরি। এদিনের ম্যাচে মেরির লড়াই ছিল কলম্বিয়ার ইনগ্রিট লোরেনার সঙ্গে। মেরির মতো ৩২ বছরের লোরেনাও সেদেশের প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ী মহিলা বক্সার।

প্রথম রাউন্ডে মেরি আগের ম্যাচের মতোই রক্ষনাত্মক শুরু করেন। অপর দিকে লোরেনা এই পর্বে অনেক বেশী আগ্রাসী ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে মেরির রক্ষনাত্মক এপ্রোচ জাজেদের খুশি করতে পারেননি। ৪ জন বিচারক লোরেনার পক্ষেই মত দেন, ১ জন মেরীর পক্ষে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে মেরি আপ্রান চেষ্টা করেন ম্যাচে ফেরার। লোরেনাও বাউটের নিয়ন্ত্রন হারাবার পাত্রী নন, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৩ জন বিচারক মেনে নেন এই রাউন্ডে মেরিই এগিয়ে। লোরেনার পক্ষে রায় দেন দুজন বিচারক। দুই রাউন্ডের ফলাফল মিলিয়ে ২-১ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকেন মেরি। অন্তিম রাউন্ডটি জিততেই হতো ভারতীয় বক্সারকে। কিন্তু পারলেন না মেরি। কাঁটায় কাঁটায় টক্কর দিয়ে তিন জাজের বিচারে এই রাউন্ডেও এগিয়ে ছিলেন মেরি। কিন্তু প্রথম রাউন্ডে লোরেনার পারফর্মেন্সই হার মানতে হলো মেরিকে। ম্যাচের ফল ও সাক্ষী মেরির হার না লড়াইয়ের, ৩:২।

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for hiring of a Maruti Swift D'zire (Petrol), for 01(one) year for Law Department, Government of Tripura. Detailed conditions may be seen at "law.tripura.gov.in."

(R.S. Bhattacharya)
DLR & Deputy Secretary, Law
Government of Tripura
(Head of Office)

ICA-C-1528/2021-22

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ টি ২০ ম্যাচে টস জিতে প্রথম ব্যাটিং ভারতের

কলম্বো, ২৯ জুলাই (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ। ম্যাচ যে দল জিতবে, সেই দলই সিরিজ জিতবে। তিন ম্যাচের সিরিজের ফলাফল এখন ১-১।

শ্রীলঙ্কা নাটকীয় ম্যাচে ৪ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। মঙ্গলবার ভারতীয় দলের অলরাউন্ডার ক্রুণাল পাণ্ড্যর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এই ঘটনায় জোরাল ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় শিবির। সিরিজ থেকে ক্রুণাল ছিটকে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা আট ক্রিকেটারকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা গতকালের ম্যাচের মতো এদিনের ম্যাচেও খেলতে পারবেন না। ভারত এদিনের ম্যাচেও বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশে রাখল। তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে নিজেদের মেলে ধরার একটি ভালো সুযোগ এসেছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট দল অধিনায়ক দাসুন শানাকার হাত ধরে হৃত গৌরব ফেরানোর চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, সিরিজের দ্বিতীয় টি ২০ ম্যাচে ভারতকে চার উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ১৩৩ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় ডি সিলভা ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন। দলের আট খেলোয়াড় কোয়ারেন্টিনে থাকায় ভারতের হাতে ছিল মাত্র পাঁচ ব্যাটসম্যান। হার্দিক পাণ্ড্য, পৃথ্বী শ, সূর্যকুমার যাদব, মণীশ পাণ্ডে, ঈশান কিষাণ, যুজবেন্দ্র চাহাল, দীপক চাহার ও কে গৌতমকে কোয়ারেন্টিনে যেতে হয়েছে।

Agartala, 28th July, 2021

NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the Joint Secretary, Government of Tripura, Revenue Department, Room No-3209, 2nd Floor, New Secretariat Building, Capital Complex, Kunjaban, Agartala invites sealed quotation from the resourceful and bonafied vehicle owners for hiring of 1 (one) New Maruti Omni Van Vehicle (Petrol) for official use Revenue Department for 24 (twenty-four) hours. The details terms & conditions are available in the Revenue Department as well as in the website of TDMA **(www.tdma.tripura.gov.in).**
The sealed quotations should reach to the undersigned on or before 05.08-2021 at 04.00 PM and the same will be opened on the same day at 4.30 pm, if possible, otherwise date will be intimated accordingly. The quotationers may personally remain present at the time of opening of the quotations or they may send their authorized representatives.

(P. Acharjee)
Joint Secretary to the
Government of Tripura
Revenue Department

ICA-C-1525/2021-22

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against Press NIeT NO 25/EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2021-2022 Dated:26.07.2021
For Providing, Installation, testing & Commissioning of Air Conditioning system in the newly constructed 1000 seat capacity auditorium at Kumarghat, Unakoti Tripura.
With Estimated cost **Rs.1,05,74,378.00 Earnest Money : Rs. 1,05,744 .00 Time of Completion:-09(nine) months.**
Last Date of bidding for bids 18-08-2021 up to 15.00Hrs. Opening of bid.- 18-08-2021 at 15.30Hrs For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala. Tripura

ICA-C-1513/2021-22

টি-২০ সিরিজ জেতার শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ভারত

কলম্বো, ২৯ জুলাই (হি.স.) : বৃহস্পতিবার শেষ টি-২০ ম্যাচে খেলতে নামছে ভারত। প্রথম দুই ম্যাচের পরে সিরিজ আপাতত ১-১। কোভিড সংক্রান্ত জটিলতায় শ্রীলঙ্কা সফররত ভারতীয় দলের প্রথম নয়জনই নামতে পারবে না। তাই সিরিজ জেতার জন্য শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ভারত।

ভারত যেখানে এগারো জন ক্রিকেটার নামাতেই সমস্যায় পড়েছে। সেখানে শ্রীলঙ্কা যথেষ্ট ভাল অবস্থায় রয়েছে। প্রথম সারির দলই নামাতে চলেছে তারা। তৃতীয় টি-২০-তে ভারতীয় দলে একটি পরিবর্তন ঘটছে। বুধবার ফিল্ডিং করার সময়ে চোট পেয়েছিলেন নভদীপ সাইনি। তাঁর পরিবর্তে এদিন একজন নেট বোলারকে নামানো হতে পারে। শিখর ধাওয়ানের সঙ্গে ঋতুরাজ গায়কোয়াডই ওপেন করতে নামাচ্ছেন। রিজার্ভে আর কোনো ব্যাটসম্যান নেই যিনি ঋতুরাজের বদলি হতে পারেন। কেরিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেই ঋতুরাজ ১৮ বলে ২১ করেছিলেন।

রিজার্ভে আর কোনো ক্রিকেটার না থাকায় ভারতের দ্বিতীয় ম্যাচের মিডল অর্ডারই অপরিবর্তিত থাকছে। দেবদূত পাডিক্কল এবং নীতিশ রানা ২৪ ঘন্টা আগেই জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক ঘটিয়েছিলেন। দুজনেই শেষ টি-২০-তে নিজেদের জায়গা ধরে রাখবেন। টি-২০ বিশ্বকাপের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঞ্জু স্যামসনের আজকেই শেষ সুযোগ। জাতীয় দলের হয়ে ৯বার সুযোগ পেয়েও সঞ্জু স্যামসন একবারও ৩০ রানের বেশি স্কোর করতে পারেননি।

ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ: শিখর ধাওয়ান, রুতুরাজ গায়কোয়াড, দেবদূত পাডিক্কল, সঞ্জু স্যামসন, নীতিশ রানা, ভুবনেশ্বর কুমার, রাহুল চাহার, কুলদীপ যাদব, চেতন সাকারিয়া, বরুণ চক্রবর্তী, সন্দীপ ওয়ারিয়র

প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ঐতিহাসিক লজ্জার কীর্তি ধাওয়ানদের

কলম্বো, ২৯ জুলাই (হি.স.) : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের নির্ণায়ক টি-২০ ম্যাচে খেলতে নেমে মাত্র ৮১ রানে গুটিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। অলআউট না হলেও পুরো ২০ ওভারে ভারত তুলল ৮১/৮। প্রথম টি-২০-তে সহজে জয়ের পরে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই চালিয়ে শেষ ওভারে হারে ভারত।

তবে তৃতীয় ম্যাচে যেভাবে ভারত দুর্বল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হাবুডুবু খেল। তাতে ভারতের বহুচর্চিত বেঞ্চ স্ট্রেন্থ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

যাঁদেরকে বলা হচ্ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত, তাঁরাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থ হয়ে নিজেদের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল। তৃতীয় ম্যাচে খেলতে নেমে দু অঙ্কের রানে পৌঁছল মাত্র তিনজন- ওপেনার রুতুরাজ গায়কোয়াড (১০ বলে ১৪), ছয়ে নামা ভুবনেশ্বর কুমার (৩২ বলে ১৬) এবং সাতে নামা কুলদীপ (২৮ বলে ২৩)।

অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান এবং সঞ্জু স্যামসন রানের খাতাই খুলতে পারলেন না। আইপিএলে কোহলির দলকে ভরসা জাগানো দেবদূত পাডিক্কল কেরিয়ারের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে করলেন মাত্র ৯ রান। নীতিশ রানা সুযোগ পেয়ে আবারও ব্যর্থ (১৫ বলে ৬)। ভারতকে এদিন একাই ধসিয়ে দিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। ৪ ওভারের স্পেলে মাত্র ৯ রান খরচ করে তুলে নেন চার উইকেট। ক্যাপ্টেন শানাকাও জোড়া উইকেট শিকার করেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 41/EEIDWS/DMN/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking I enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 18/08/2021** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 115/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 59,90,047.00	Rs. 59,900.00	120 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 116/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 59,90,047.00	Rs. 59,900.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 117/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 59,90,047.00	Rs. 59,900.00	120 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 118/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 59,90,047.00	Rs. 59,900.00	120 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 119/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 59,90,047.00	Rs. 59,900.00	120 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 120/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 59,90,047.00	Rs. 59,900.00	120 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 121/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 59,90,047.00	Rs. 59,900.00	120 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 122/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 50,76,670.00	Rs. 50,767.00	120 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 123/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 50,76,670.00	Rs. 50,767.00	120 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 124/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 50,76,670.00	Rs. 50,767.00	120 days	Appropriate Class
11	DNIe-T No: 125/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 50,76,670.00	Rs. 50,767.00	120 days	Appropriate Class

☞ **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 18-08.2021 up to 15.00 Hrs**
☞ **Date and Time for Opening of BID : 18-08-2021 at 16.00 His**
☞ **Document Downloading and Bidding at Application : *https://tripuratenders.gov.in***
Bid Fee : 2,500.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-1517/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 15/NIeT/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, having **experience in similar nature of works up to 3.00 P.M. on 10/08/2021** for the following work in PWD F0RM-7. **Bidders should be submitted the bank solvency certificate for an amount of Rs. 15.00 (fifteen) lacs.**

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF BID FEE
1.	**DNIe-T No: 93/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
2.	**DNIe-T No: 94/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
3.	**DNIe-T No: 95/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
4.	**DNIe-T No: 96/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
5.	**DNIe-T No: 97/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
6.	**DNIe-T No: 98/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
7.	**DNIe-T No: 99/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
8.	**DNIe-T No: 100/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
9.	**DNIe-T No: 101/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
10.	**DNIe-T No: 102/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00
11.	**DNIe-T No: 103/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2021-22**	Rs. 61,81,898.00	Rs. 61819.00	90 days	Rs. 2500.00

- Last date and time **for** document downloading and bidding: **10/08/2021 up to 15:00 hrs**
- Time and date of **opening of bid:** 11/08/2021 **at 16:00 hrs**
- **Document downloading and** biding at application: https://tripuratenders.gov.in
- **Class of bidder: Appropriate Class**

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/- (Er. Gopi Majumder)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai, Tripura

ICA-C-1522/2021-22

অলিম্পিকে আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে কোয়ার্টারে ভারতীয় হকি দল

টোকিও, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার গত অলিম্পিকে সোনাজয়ী আর্জেন্তিনাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল ভারতীয় হকি দল।

এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ভারত। প্রথম দুটি কোয়ার্টারে শক্তিশালী আর্জেন্তিনার সঙ্গে কড়া টক্কর দিচ্ছিলেন মনপ্রীতরা। এদিন প্রথম দুটি কোয়ার্টারে গোলরক্ষক শ্রীজেশ ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। আর্জেন্তিনার অ্যাটাকিং ফোর্স বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল শ্রীজেশের সেভের কাছে। তৃতীয় কোয়ার্টারে বরুণ কুমারের ১-০ গোলে এগিয়ে যায় মেন ইন ব্লু। চতুর্থ কোয়ার্টারে ক্যাসেলার গোলে ম্যাচে সমতায় ফেরে আর্জেন্তিনা। আর তার ঠিক পরেই জ্বলে ওঠে ভারত। আর্জেন্তিনা সমতায় ফেরার ১০ মিনিটের মাথায় ভারতকে এগিয়ে দেন বিবেক সাগর প্রসাদ। ১ মিনিটের মধ্যে ভারতের হয়ে গোলের ব্যবধান বাড়ান হরমনপ্রীত সিং। ডিফেন্ডার হরমনপ্রীত সিংয়ের চলতি অলিম্পিকে ৩টি গোল হয়ে গেল ভারতের জার্সিতে। সোনাজয়ী আর্জেন্তিনাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট কনফার্ম করল ভারত।

নিশিকোরিকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে নোভাক জোকোভিচ

টোকিও, ২৯ জুলাই (হি.স.) : জাপানের ভূমিপুত্র কেই নিশিকোরিকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। ফলস্বরূপ সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন নোভাক জকোভিচ। ম্যাচের ফল ৬-২, ৬-০। লড়াই শেষ হয়ে গেল মাত্র ৭০ মিনিটে। ম্যাচের প্রথম থেকেই টপ গিয়ারে ছিলেন সার্বিয়ান তারকা। ব্যাক হ্যান্ড, ফোরহ্যান্ড, রালি, ক্রসকোর্ট, সবেতেই নিখুঁত ছিলেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি। জাপানি তারকা ম্যাচে ফেরার সুযোগ পাননি। বলা ভাল, দম ফেলার সুযোগ পাননি। নিশিকোরি চাপে পড়ে প্রচুর ভুলভ্রান্তি করলেন। সামান্যতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না। দেখে মনে হচ্ছিল জোকোভিচ মেশিনের মত ফেলছেন। তাও ফাইনাল গেম দুটি ব্রেক পয়েন্ট বাঁচিয়েছিলেন জাপানি। কিন্তু ভুল করেননি জোকার। সোনা থেকে আর ঠিক দুটি ম্যাচ দূরে তিনি।

অলিম্পিকে স্বর্ণপদক নেই জোকারের। বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। আগেই জিতে নিয়েছেন ফরাসি ওপেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, উইম্বল্ডন। তার পরের প্রতিপক্ষ আলেকজান্ডার জেভেরেভ বা জেরেমি চর্ডির ভেতর একজন। অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক পেলে গোল্ডেন স্ল্যাম জিতবেন তিনি। একটি ক্যালেন্ডার বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম এবং অলিম্পিক সোনা জয়ের নজির রয়েছে একমাত্র স্টেফি গ্রাফের।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী কাকলী ঘোষ দোস্তিদার। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে আগামী তিন বছরে আগর শিল্পকে ভিত্তি করে দুই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজ্যে আগর শিল্পের এক বিপুল বাজার রয়েছে। আগামী তিন বছরে আগর শিল্পকে ভিত্তি করে রাজ্য সরকার দুই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। আজ সচিবালয়ের অফিস কক্ষে বনমহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে বন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যে বনসৃজন এবং জীব বৈচিত্র সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চারটি এনভেলাপ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ৫০ লাখ আগর গাছ রয়েছে। সেই আগর শিল্পকে বর্হিরাজ্যে তথা বর্হিবিশ্বে প্রচার করার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এতে আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যে দুই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যের সুযোগ ঘটবে। পাশাপাশি বেকার যুবক-যুবতীদের রোজগারেরও সংস্থান হবে। রাজ্যও আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পর্ণ হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যের ক্যুইন আনারস আজ বিশ্ব বাজারে সমাদ্রিত।

দেশের বাইরে দুবাইয়ে রাজ্যের আনারস পাঠানো হচ্ছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উপর ভিত্তি করেও অনেক ছোট বড় শিল্প কারখানা চালু করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় ফুলের চাষী এবং ফুলের চাহিদা রয়েছে। এই ফুলের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ও ফুল চাষীদের অবস্থার উন্নতিতে রাজ্য সরকার কাজ করে চলছে। এতে অর্থনৈতিকভাবে যেমন সুফল পাওয়া যাবে পাশাপাশি রোজগারেরও সংস্থান হবে।

তিনি বলেন, রাজ্যে ৬০০'র মত রেজিস্ট্রার ফুল চাষী রয়েছে। তাদের কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের উন্নতি করার কথা চিন্তা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত'ষ্ণা অভয়ারন্যে বাটারফ্লাই জোনের বিকাশের জন্যও রাজ্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে পর্যটনের শিল্পের বিকাশ ঘটবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ডি কে শর্মা ও প্রধান সচিব জে কে সিনহা।

করোনা বিধি না মেনে আগাম অনুমতি ছাড়াই প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে তৃণমূলের তিন নেতা, জানালেন প্রণব সরকার

আগরতলা ২৯ জুলাই।। করোনা বিধি না মেনে আগাম অনুমতি না নিয়ে প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন নেতা। তারা হলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করতে চেয়ে প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকারকে ফোন করে জনৈক মামুন মিঞা। প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাকে স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছিলেন বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে আগাম অনুমতি প্রয়োজন।

এছাড়া প্রেসক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী আগাম বুকিং করতে হবে। এরপরে আবার দু'দুবার ফোন করেন জনৈক মামুন মিঞা। একই উত্তর দিয়েছেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক শ্রী সরকার। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেসক্লাবের সম্পাদককে এড়িয়ে ক্লাবের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে করোনা বিধি অমান্য করে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রেসক্লাবে। এধরনের ঘটনা প্রেসক্লাবের ইতিহাসে নজীরবিহীন। অতীতে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এভাবে প্রেসক্লাবের নিয়ম নীতিকে লঙ্ঘন করে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়নি। যা অবাঞ্ছিত। বিশেষ করে রাজ্যে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে বহু সাংবাদিক করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। দু'জন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিল না কোন সামাজিক দূরত্ব, পরা হয়নি মাস্ক, এক সাথে প্রায় দুই শতাধিক লোক প্রেসক্লাবে ঢুকে পড়ে।

প্রেসক্লাবের কর্মীদের আপত্তিতে অগ্রাহ্য করে এসব লোকেরা। হাত স্যানিটাইজ করা হয়নি। যা প্রেসক্লাবের কোভিড বিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার এই ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কর্মরত সাংবাদিকদের সুরক্ষার স্বার্থে প্রেসক্লাবের সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি মেনে এবং আগাম অনুমতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করার জন্য আবেদন করেছেন।

উদয়পুর কলেজে অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুলাই।। ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে ইউজিসি যে সার্কুলার জারি করেছে তাতে অসন্তোষ ব্যক্ত করে উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা নিয়ে উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দ্বারস্থ ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীরা। এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীরা জানায় গত ১৬ ই জুলাই ইউজিসির তরফে দেওয়া একটি নোটিশে কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা দেখতে পায় যে আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে ষষ্ঠ ৭৫ শতাংশ সিলেবাসের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে। ফলে ছাত্র ছাত্রীরা জানান বর্তমান করোনা মহামারীর মধ্যে এত কম সময়ের মধ্যে কিভাবে শুধুমাত্র অনলাইন ক্লাসের উপর ভিত্তিকরে পরীক্ষা দেবে সেই প্রশ্ন তুলেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। যেখানে দুর্বল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দিল এআআইএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। পরীক্ষা সংক্রান্ত তিনদফা গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে বৃহস্পতিবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক প্রভাব আছড়ে পড়েছে। তাতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন ছাত্রছাত্রীরা। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের আন্ডারগ্রেজ্যুয়েট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। পঞ্চম সেমিস্টার এর ফলাফল এখনো ঘোষণা করা হয়নি। এদিকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইতিমধ্যেই তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য অন্তত পঞ্চম সেমিস্টার এর মার্কশিট জমা দেওয়া জরুরি। কিন্তু ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এখনো পঞ্চম সেমিস্টারের মার্কশিট দেওয়া হয়নি। ইউজিসি সার্কুলার জারি করেছে আগামী ৩১ আগস্ট এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা সম্পন্ন ওর করার জন্য। তাতে পরীক্ষার্থীদের মাথায় বাজ পরার উপক্রম। করোনা পরিস্থিতির কারণে অফলাইন পড়াশোনা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এক সার্কুলার জারি করে বলা হয়েছে করোণা ভাইরাসের কারণে এ বছর সিলেবাসের২৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা ৩১ আগস্টের মধ্যে যেতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাসের ৭৫ শতাংশ যেকোনো মূল্যে আয়ত্ত করতে হবে। ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের পক্ষে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সে কারণেই সিলেবাস অন্তত ৫০ শতাংশ কমানোর জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম সেমিস্টার এর ফল অতিসত্বর প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন। ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা কিভাবে নেওয়া হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করণ দওয়ার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।করোণা পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশনের রাজ্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেছেন।

বিশালগড় পেট্রোল পাম্পে বিদ্যুতের সমস্যায় দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুলাই।। বিশালগড় পেট্রোলপাম্পে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকায় লোডশেডিং কিংবা বিদ্যুৎ চপলতা দেখা দিলে অটো চালকরা সিএনজি সংগ্রহ করতে পারছেন না। তাতে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন অটো চালকরা। অবিলম্বে জেনারেটর বসিয়ে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন অটোচালক সহ অন্যান্য ক্রেতারা।বিশালগড় সিএনজি স্টেশনে গ্যাস নিতে আসা অটো চালকরা প্রতিদিন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। একদিকে চলছে লকডাউন।সেই লকডাউনে রোজি রোজগার করতে পারছেন না অটো চালকরা। অন্যদিকে বিশালগড় পেট্রোল পাম্পে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

দেশের যুব সমাজ যে দিশায় এগুতে চায় নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি তাদের সেই পথ দেখাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন দেশ গঠনে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি বড় ভূমিকা পালন করবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। দেশের যুব সমাজ যে দিশায় এগুতে চায় নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি তাদের সেই পথ দেখাবে। আজ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একথা বলেন।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই ভিডিও কনফারেন্সিং-এ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীগণ, শিক্ষামন্ত্রীগণ এবং অধ্যাপক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সহ ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের পক্ষে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। প্রধানমন্ত্রী নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসী বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে গত এক বছর ধরে শিক্ষকগণ, অধ্যাপকগণ, নীতি নির্ধারকগণ অনেক পরিশ্রম করছেন। দেশে করোনাকালীন সময়েও দেশের নাগরিক, শিক্ষক এবং রাজ্যগুলি থেকে পরামর্শ নিয়েই টাস্কফোর্স গঠন করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গত একবছরে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি এমন সময় নেওয়া হয়েছে যখন দেশ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে 'আজাদি কা অমত' উৎসব পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্গত যে সমস্ত কর্মসূচি আজ চালু করা হয়েছে তা নতুন ভারত নির্মাণে বড় ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে দেশকে আমরা কত উচ্চতায় নিয়ে যাব তা নির্ভর করবে যুব সমাজকে বর্তমানে আমরা কি ধরণের শিক্ষা দিচ্ছি তার উপর। দেশের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি আধুনিক দেশ গঠনের মহাযে' একটি অন্যতম ক্ষেত্র হবে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি এত বড় মিশন যে সেটা আমাদের বার বার মরণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশর বর্তমান যুব সমাজকে তাদের অকাঙ্খা, তাদের স্বপের বিষয়ে জি'াসা করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকের মধ্যেই নতুন শক্তি এবং নতুন কিছু করার মানসিকতা রয়েছে। দেশের যুব সমাজ পুরানো ধ্যান ধারনা পরিবর্তনেও সম্পর্ণভাবে তৈরি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট চ্যালে' আসায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ধরণই পাল্টে গিয়েছিলো। অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিলো। শিক্ষার্থীরা দ্রত গতিতে পড়াশুনার এই ধরণকে আয়ত্ব করেছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এই বিষয়ে যথেষ্ঠ প্রেরণা দিয়েছিলো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান ২১ শতাব্দির যুব সমাজ নিজের মতো করে নতুন দুনিয়া বানাতে চায়। এরজন্য তাদের সঠিক এ'পোজারের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি বড় সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের ছোট ছোট গ্রাম ও দূর দূরান্ত এলাকা থেকে বেড়িয়ে আসা গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা টোকিও অলিম্পিকে দেশের পতাকা উচঁতে তুলে ধরছেন এবং ভারতকে এক নতুন পরিচয় দিচ্ছেন। এরকম বহু যুবক-যুবতী কলা ও সংস্ক'তি ক্ষেত্রে, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্ষেত্রে, মেশিন লার্নিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের নাম উজ্জল করার জন্য এগিয়ে চলছে। এই যুব সমাজই দেশে ডিজিটাল ইণ্ডিয়াকে নতুন গতি দিচ্ছে। দেশের এই যুব সমাজকে যখন তাদের স্বপের মতো পরিবেশ মিলবে তখন তাদের শক্তিও বেড়ে যাবে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি যুব সমাজকে বিশ্বাস যোগাবে যে দেশ পুরোপুরি তাদের সাথে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম-শহরের সবাই যাতে ডিজিটাল লার্নিং-এর সাথে যুক্ত হয় সেই ব্যবস্থাও নতুন শিক্ষানীতিতে রয়েছে। তিনি বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিকে যেকোনও ধরণের চাপ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন ছাত্র কত সময় এবং কতটুকু পড়াশুনা করবে তা শুধু বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিক করবে না, এই সিদ্ধান্তে ছাত্রছাত্রীদেরও মতামত থাকবে। নতুন জাতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাতলামারায় ৩৩ কেভি পাওয়ার সাব স্টেশনের উদ্বোধন বিদ্যৎ দপ্তরের কাজ এখন মিশন মুডে চলছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজ্য সরকার বিদ্যৎ মাশুল বৃদ্ধি না করেই বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়ন ও সম্পসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বিদ্যৎ দপ্তরের কাজ এখন মিশন মুডে চলছে। আজ সিমনার কাতলামারাস্থিত ৩৩ কেভি পাওয়ার সাবস্টেশনের উদ্বোধন করে একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। উল্লেখ্য, নর্থ-ইস্ট রিজিওন্যাল পাওয়ার সিস্টেম ইমপ্রভমেন্ট প্রোজেক্টের মাধ্যমে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আরও বলেন, ২০১৮ সালে এই পাওয়ার সাবস্টেশনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। এই সাবস্টেশনটি নির্মাণ হওয়ার ফলে সিমনা, বক্ষকুণ্ড, প'বটি, কাতলামারা, সিধাই, দাইগ্যাবাড়ি এলাকা ৩,৮৫৫ পরিবার বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিশেষভাবে উপক'ত হবে। তিনি বলেন, বিদ্যৎ পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী ৩৪টি পাওয়ার সাবস্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে আজকেরটি সহ ৮টি পাওয়ার সাবস্টেশন উদ্বোধন হয়ে গেছে। বাকি সাব স্টেশনগুলির নির্মাণ কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও আলোচনা করেন বিদ্যৎ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগম লিমিটেডের এডিশন্যাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর র'ন দেববর্মা।

কমলপুরে আট বছরের শিশুকন্যাকে নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। বৃহস্পতিবার কমলপুরের মহাবীর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে আট বছরের শিশু কন্যাকে প্রচন্ডভাবে মারধর করে অর্ধ মৃত অবস্থায় ফেলে যাওয়ার ঘটনায় গাড়ি সমেত চিকিৎসকের তিন সাকরেদকে আটক করেছে মহাবীর চা বাগানের শ্রমিকরা।

ধলাই জেলার কমলপুরের মহাবীর চা বাগান এলাকায় এক নাবালিকাকে ফেলে দিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। জানা যায় মহাবীর চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের শিশুকন্যাকে পড়াশোনা করানোর নাম করে আগরতলায় নিয়ে এসে চিকিৎসক দম্পতি তাকে মারধোর করে পুনরায় তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ, কমলপুর থানার ওসি সঞ্জিব দেববর্মা সহ পুলিশ কর্মীরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, কমলপুরের মহাবীর চা বাগানের শ্রমিক সদানন্দ গৌড়। স্ত্রী সহ ছোট ছোট তিন মেয়ে,এক ছেলে রয়েছে। অভাবের সংসার। অভিযোগ, গত তিন মাস আগে আগরতলা জিবি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ফরেন্দ্র দেববর্মা ও উনার স্ত্রী মহাবীর চা বাগানে এসে বাগানের শ্রমিক সদানন্দ গৌড়কে বলেন, একটি মেয়েকে তাদের কাছে দিয়ে দেওয়ার জন্য। চিকিৎসক দম্পতি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে ও ঘরের টুকটাক কাজ করে নিজের বাড়ির মতো থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছিল। তাদের পরিবারকে মাঝেমধ্যে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছিল। অভাবের তাড়নায় শ্রমিক সদানন্দ গৌড় ও তার স্ত্রী আলমনি গৌড় রাজি হয়ে তাদের ৮ বছরের শিশু কন্যা রিতু গৌড়কে চিকিৎসক ফরেন্দ্র দেববর্মা ও উনার স্ত্রী''র হাতে তুলে দেন।

উনারা ৮ বছরের শিশু কন্যা রিতুকে আগরতলা জিবি হাসপাতালের কোয়াটারে নিয়ে যায়। শিশু কন্যাকে নিয়ে যাওয়া পর তাদের মধ্যে যোগাযোগ হত মোবাইল ফোনে। অভিযোগ, রিতু গৌড়কে বেল্ট দিয়ে মেরে ও আগুনের ছেঁকা দিয়ে সমস্ত শরীর ক্ষত করে জিএন গাড়িতে করে এনে কমলপুরের মহাবীর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ফেলে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় মহাবীর এলাকার লোকজন দেখে গাড়ী সমেত তিন উপজাতি যুবককে আটক করে মহাবীর পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।